রাসপুটিন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বারো আনা।

প্রকাশক—শ্রীসুশীলকুমার পূততুণ্ড
সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৩৪

মুদ্রাপক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

রাস্‌পুটিন রুষ-ইতিহাসে এক দুর্জ্ঞেয় চরিত্র। বোলশেভিক মহাবিপ্লবের ফলে জারের আমলের বহু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই অবলম্বন করিয়া রাসপুটিনের অত্যদ্ভুত জীবনী লিখিত হইল। প্রচ্ছদপটে রাস্‌পুটিনের চিত্রখানা মূল চিত্র হইতে গৃহীত।

রুষিয়ার বুকের উপর দিয়া বিপ্লবের ঝটিকা বহিয়া গেল।

রাস্‌পুটিন সেই বিপ্লবের অগ্নিশিখা। অমিত ক্ষমতার অধীশ্বর জারের অত্যাচারে—রুষিয়ার ধনিক সম্প্রদায়ের নিপীড়নে ও আরও অন্যান্য কারণে রুষিয়ায় মহাযুদ্ধের শেষভাগে যে বিপ্লব, যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল—ইহার অন্তরালে রাস্‌পুটিনের রক্তাক্ত হাত দুখানি এখনও দেখা যায়।

রুষিয়ায় অত্যাচারের যে রক্তশকট পরিচালিত হইয়াছিল—রাস্‌পুটিন সেই শকটের রক্তাক্ত চক্র! রাস্‌পুটিনের নামে আজও রুষিয়ার লোকে শিহরিয়া ওঠে! এমন একদিন ছিল যে প্রকাশ্যভাবে রাস্‌পুটিনের নাম কেহ উচ্চারণ করিতে পারিত না—রাস্‌পুটিনের শত অত্যাচারের কাহিনী লোকে জানিলেও বলিতে পারিত না। প্রকাশ করিলে—হয় পিস্তলের গুলিতে, না হয় বিষপানে, না হয় অন্য যে কোন প্রকারে তার প্রাণ যাইত।—আর তাহা না হইলে সাইবেরিয়ার দুর্গম প্রদেশে অথবা শ্লুসেলবার্গের ভীষণ কারাগারে নির্ব্বাসিত হইতে হইত। দেশের সংবাদ-পত্রে রাস্‌পুটিনের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত

হইতে পারে নাই—সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া রাস্‌পুটিন দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিত। বিশাল দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী রাস্‌পুটিন ধর্ম্মের নামে—দেশহিতৈষণার নামে যে অমানুষিক অত্যাচার রুষিয়ায় প্রবাহিত করিয়াছিল—তাহারই মুখ্য ফল রুষিয়ার বিপ্লবে পরিণত হইয়াছিল।

দুর্ব্বল হৃদয় সম্রাট জার নিকোলাস ও তাঁর জার্ম্মান পত্নী সম্রাজ্ঞী আলেক্‌জান্দ্রা রাস্‌পুটিনের হাতের খেলার পুতুল ছিলেন। হয়ত রুষিয়ার সম্রাট ততটা অত্যাচারী ছিলেন না।—কিন্তু সম্রাটের নামে রাস্‌পুটিন যে অত্যাচার করিত, তার অভিশাপ নিকোলাসকেই বহন করিতে হইয়াছিল।......

লক্ষ ষড়যন্ত্রের হোতা রাস্‌পুটিন সময়ে সময়ে অট্টহাসি হাসিয়া বলিত—"রুষিয়ার সম্রাট নিকোলাস নন, রুষিয়ার সম্রাট রাস্‌পুটিন।"

দুই

......রুষিয়ার সাম্রাজ্যে রাস্‌পুটিন ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইল।...রাস্‌পুটিনের বাড়ী ছিল—সাইবেরিয়ার অন্তর্গত প্যাকরোফ্‌স্‌কি গ্রামে। গ্রামখানি ছোট। সভ্যতার লীলাক্ষেত্র হইতে বহু দূরে—সাইবেরিয়ার তুষারময় প্রান্তরে, তুন্দ্রার অরণ্যানীর মধ্যে টোবলস্ক প্রদেশে।

রাস্‌পুটিনের পিতা ছিলেন জেলে—তার ছেলে রাস্‌পুটিন পিতার ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দুরন্তপনায় মন দিল। আলস্যপরায়ণ রাস্‌পুটিন ছোটবেলা হইতেই পরের দ্রব্য চুরি করিতে—যাহাকে খুসী তাহাঁকে ঠেঙ্গাইতে ওস্তাদ হইয়া উঠিল! বয়স বেশী না গড়াইতেই রাস্‌পুটিন অসম্ভব রকমের মাতাল হইয়া উঠিল—মাতলামির ও অসচ্চরিত্রতার জন্য টোবলস্ক আদালতের বিচারে দুইবার তাহার জেল হইল। তৃতীয়বার বদমায়েসী করিবার জন্য রাস্‌পুটিনকে প্রকাশ্য স্থানে আনিয়া জনতার সম্মুখে বেত মারা হইল। ইতিমধ্যে রাস্‌পুটিনের বিবাহ হইয়াছিল—একদিন সে তার স্ত্রী, একটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে গ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল।

প্রায় দুই বৎসর রাস্‌পুটিন—এদেশ, সেদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। নানা জায়গায় চুরি করিয়া, বদমায়েসী করিয়া, ভবঘুরের মত ঘুরিতে ঘুরিতে রাস্‌পুটিন একদিন সন্ন্যাসী সাজিল। রুষিয়ায় "প্রাভোস্লাভনি" নামে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় আছে। ইহাদের নিয়ম-কানুনগুলি বড়ই জঘন্য। রাস্‌পুটিন শুনিতে পাইল যে, তাহার স্বগ্রামের এক বন্ধু এক গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হইয়াছে। রাস্‌পুটিনের বন্ধুটিও রাস্‌পুটিনের মতই "সচ্চরিত্র" ছিল! তাই রাস্‌পুটিন মনে ভাবিল —এইবার পাদ্রী না সাজিলে আর সুবিধা হইতেছে না।

আমাদের দেশে যেমন বহু সন্ন্যাসী বা ফকির দেখা যায়—রুষিয়াতেও সেই প্রকার সন্ন্যাসীর বা ফকিরের অভাব ছিল না। রাস্‌পুটিন মনে করিল যে, সন্ন্যাসী সাজিয়া দেশে-বিদেশে বেড়াইবার, সাধু সাজিয়া পরের উপরে চড়িয়া খাইবার, আর সাধু বেশে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার এমন সুযোগ আর পৃথিবীতে নাই। রাস্‌পুটিন তার পাদ্রী বন্ধুর শরণাপন্ন হইল। বন্ধু বন্ধুর কার্য্য করিলেন— তাহার চেষ্টায় রাস্‌পুটিন পাদ্রী সাজিয়া বসিল। লোককে ফাঁকি দিয়া তাদের নিকট হইতে টাকা আদায়

করিয়া, সেই অর্থে নানা মজা লুটিয়া রাস্‌পুটিনের ও তার বন্ধুর দিনগুলি মন্দ কাটিতে লাগিল না।

সন্ন্যাসীর পোষাকে থাকিলে লোকে নাকি সাধু হয়—সেইরূপ রাস্‌পুটিন ফকিরের পোষাকে নিজেকে অমিত শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। শারীরিক শক্তিতে রাস্‌পুটিন সত্যসত্যই অসাধারণ ছিল। মানসিক শক্তির পরিমাণও তাহার কম ছিল না। রাস্‌পুটিনের পরবর্ত্তী জীবনে আমরা তাহার অত্যাশ্চর্য্য মানসিক ও শারীরিক শক্তির নিদর্শন দেখিতে পাইব। রাস্‌পুটিনের চক্ষু দুইটিতে কি একটা অস্বাভাবিক মাদকতার আকর্ষণী শক্তি ছিল—যাহার প্রভাবে শত শত নারী ও পুরুষ তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছে—যাহার আকর্ষণে শত শত মহিলা সেই কদাকার দীর্ঘকার ফকিরের দর্শনের আশায় নিজের সংসার সমাজ ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—যার অখণ্ড প্রতাপে প্রতাপান্বিত রুষ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী নত জানু হইয়া পদপ্রান্তে বসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন—সে কি শক্তি! পিস্তলের গুলি যার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না, বিষাক্ত তীব্র সুরাপানেও যার মৃত্যু হয় না—তার শক্তি বড় কম নয়। রাস্‌পুটিন বিনা

আয়াসে ৩।৪ বোতল তীব্র সুরা পান করিয়া নির্ব্বিকারে বসিয়া রহিয়াছে। রাস্‌পুটিনকে কেহ কোন কালে হাসিতে দেখে নাই— এমন কি মদ খাইয়া মাতাল হইলেও না। রাস্‌পুটিনের জীবনে এমন সময় আসিয়াছিল যখন উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পুরুষ ও নারী তার একটি অঙ্গুলি হেলনে জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে পারিত। সে যে কি ইন্দ্রজাল সে যে কি মোহিনী শক্তি তাহা কেহ জানে না।

বাহিরে রাস্‌পুটিন সর্ব্বদা ধর্ম্মের ভাব দেখাইত। তাহার ধার্ম্মিক আচরণ দেখিয়া স্বভাবতই লোকে তাকে সমীহ করিয়া চলিত, তাহার আগমনে গৃহমধ্যে একটা আনন্দের ধারা বহিত। রাস্‌পুটিন এত মায়া জানিত! পৃথিবীর বহুদেশে এবং রুষিয়াতেও এই ধর্ম্মের ছবির নীচে পাশবিকতার অভিনয় চলিয়া থাকে। নানা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের বহিরাবরণে বহু নারীর সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে এবং রাস্‌পুটিন রুষিয়ার নোভোচেভাস্ক, সারাটভ ও অন্যান্য নানা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে (Convent)র সন্ন্যাসিনীদিগকে লইয়া নিজের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করিত। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে— নোভোডিভিচির মঠে এইরূপ ভাবে রাস্‌পুটিন যাতায়াত

করিতেন। ইহাতে চারিদিকে নানা প্রকার কুৎসা প্রচারিত হইয়া পড়ে। মঠের অধিকারিণী মহিলাটি এক-দিন গ্রামান্তর হইতে চারিজন গুণ্ডা আনাইয়া মঠের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। আনন্দে আত্মহারা রাসপুটিন যখন মঠে প্রবেশ করিতে উদ্যত তখন গুণ্ডারা রাস্‌পুটিনকে আক্রমণ করিল। বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়া রাস্‌-পুটিনকে দূর করিয়া দেওয়া হইল। এই প্রহারের বেদনায় রাস্‌পুটিনকে বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল।

একটা অসচ্চরিত্র, কামুক ও পিশাচের চিত্র আঁকিতে এই বই লিখিতে বসি নাই। রুষিয়ার ন্যায় বিরাট শক্তিমান সাম্রাজ্যে কেমন করিয়া ভাঙ্গন ধরিল—বিগত মহাযুদ্ধে রুষিয়ার ন্যায় সামরিক শক্তিতে বলবান জাতি কেমন করিয়া কি ষড়যন্ত্রে পরাজিত হইল—তারপরে পৃথিবীর যুগান্তকারী রুষিয়ার বিপ্লবের কি করিয়া সূচনা হইল, তাহারই অতি সামান্য অংশ বলিবার প্রয়াসী হইয়াছি। রাস্‌পুটিনের চরিত্র কথা যতই বীভৎস হউক না কেন—রাস্‌পুটিনের চরিত্র ও জীবন কথা অধ্যয়ন করিলে রুষিয়ার পতনের ও বিপ্লবের, রুষিয়ার সেই ভীষণ বিয়োগান্ত নাটকের একটি দৃশ্য পাঠকের চক্ষে পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।

তিন

সম্রাট নিকোলাসের অধীনে রুষিয়ার সভ্যতার বাহিরে চাকচিক্যময়ী ছিল; কিন্তু নিম্নস্তরে ছিল অন্ধকার। রুষিয়ার পার্লামেণ্ট—"ডুমা"—ছিল কিন্তু নির্ব্বাচিত সদস্যগণের কোন ক্ষমতা ছিল না। রুষিয়ায় জনমতের গঠনকারী সংবাদপত্র ছিল—কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ। সম্রাটের আদেশে রুষিয়ার সংবাদ-পত্রে রুষিয়ার আভ্যন্তরিক অনেক সংবাদই প্রকাশ হইতে পারিত না; অথচ সেই সমস্ত সংবাদ বিদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া যাইত। দরিদ্র চাষী-মজুরদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। যাহারা এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিত তাহা-দিগকে সাইবেরিয়ার দূর অরণ্যানীতে কিংবা দুর্গম দুর্গে চিরকাল নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে লোকের মনে নানা অন্ধ কুসংস্কার জাগরূক থাকিত। সমাজের অঙ্গ নানা পাপে কলুষিত ছিল। বিলাসী ধনীসম্প্রদায়ের বিলাসপরায়ণতার সহিত সমাজের অঙ্গে নানা ক্ষত দেখা দিয়াছিল। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে ষড়যন্ত্র, প্রেমলীলা ও গোপন হত্যা ইহাই ছিল নিত্যনিয়মিত।

রুষিয়ার অন্তস্থলে এক মায়াজাল বিস্তারিত ছিল!

বাহিরে তাহা কেহ জানিতে পারিত না!

ভণ্ডামির চূড়ান্ত হইল—রাস্‌পুটিন নবীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই "কামনার ধর্ম্মের" এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা এই হইল যে, মানুষ পাপ কার্য্য সাধন দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারিবে। রাস্‌পুটিন বলিলেন যে, মানুষ বিশেষতঃ নারীজাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি প্রার্থনা করে তবে তাহাকে নারীধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে ত্যাগ করিতে হইবে কারণ সকল পাপের চেয়ে যৌন পাপ ভগবান সর্ব্ব প্রথমে ক্ষমা করিয়া থাকেন। বিলাসী, আমোদপ্রিয় রুষিয়ান ধনী সমাজের নরনারীর মনে কথাটা কি জানি কেন বেশ মধুর বলিয়া মনে হইল। দলে দলে নরনারী বিশেষ করিয়া অল্পবয়স্কা মহিলারা রাস্‌পুটিনের এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিতে লাগিলেন। রাস্‌পুটিন শিষ্য ও শিষ্যা সংগ্রহের জন্য দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক 'চেলা' যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। প্রতি সপ্তাহে রাস্‌পুটিনের সাম্প্রদায়িক সভা বসিত। আর সেই পাপ সভায় সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর যুবতীরা গোপনে যোগদান করিতেন—আর সেই সভায় নানা ন্যক্কারজনক নাটকের অভিনয়

হইত। রাস্‌পুটিন—সেই কদাকার ঐন্দ্রজালিক রাসপুটিন সেই পাপ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রেম বিতরণ করিতেন।

ইহাতেই বুজরুকি শেষ হইল না। রাস্‌পুটিন নানা প্রকার যাহুকরী খেলা দেখাইতে লাগিলেন। বুজরুকি করিয়া নানা লোকের ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া সেই ব্যাধি মন্ত্র আওড়াইয়া আরাম করিয়া দেওয়া হইল—কাহারও নিকট তাহার ভবিষ্যৎ ও অতীত কাহিনী বলিয়া তাহার চমক লাগাইয়া দেওয়া হইল। লোকে রাস্‌পুটিনের এই অমানুষিক ক্ষমতা দেখিতে পাইয়া তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। লোকে মনে করিল—রাস্‌পুটিন কি দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ হইয়া আসিলেন? একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার বাতের বেদনা হইয়াছে—জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্‌পুটিন তাহার গায়ে হাত দিলেন—তীব্র দৃষ্টিতে সেই মহিলার দিকে চাহিয়া রহিলেন—মনে মনে বিড় বিড় করিয়া কি যেন কতগুলি অর্থহীন মন্ত্র পাঠ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির বাতের বেদনা কমিয়া গেল—মহিলাটি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। জনতায় সমবেত নরনারী অবাক হইয়া গেল!—হায়, ইউরোপে উনবিংশ

শতাব্দীতেও এমন হয়। এই ঘটনার পর সমবেত জনতার অনেকের ব্যাধি রাসপুটিন মন্ত্রবলে নিরাময় করিয়া দিলেন। এসব কথা গল্প নয়, কল্পনা নয়— সরকারী কাগজপত্রে ইহার প্রত্যেকটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

এই ঘটনার সংবাদ রুষিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে বাতাসের মুখে ছুটিয়া চলিল—এবং রাস্‌পুটিনের ক্ষমতার বিষয়ে উচ্চনীচ কাহারও আর কোনও সংশয় রহিল না। রাস্‌পুটিনের এই কামনার ধর্ম্মের আগুনে দলে দলে উচ্চনীচ সকলে যোগদান করিতে লাগিল। রাস্‌পুটিনের একটি তরুণ বয়স্ক চেলা ছিল—সে রাজ-ধানীর নানাস্থান হইতে শিষ্যা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিল। রাস্‌পুটিন তার ঐন্দ্রজালিক মাদক শক্তিতে লোককে বশীভূত করিয়া তাহাদের ব্যাধি ভাল করিয়া দিতে লাগিল।

রাস্‌পুটিনের এই 'কামনার ধর্ম্মে'র একটি গোপন সভায় এক শুভমুহূর্ত্তে একটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ম্যাডাম লিটভিনফ্‌ নাম্নী এক ধনী মহিলার গৃহে এই সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই মহিলাটির নাম ম্যাডাম ভিরুবোভা। ম্যাডাম ভিরুবোভা সম্রাজ্ঞী

আলেকজান্দ্রার প্রিয় সখী ছিলেন—এবং সম্রাটের ও সম্রাজ্ঞীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। সম্রাটের খাস দরবারের মধ্যে ম্যাডাম ভিরুবোভার প্রভাব খুব বেশী ছিল। সেই সভায় রাস্‌পুটিনের কামনার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখিয়া এবং রাস্‌পুটিনের রোগ নিরাময় করিবার ক্ষমতা দেখিয়া ম্যাডাম ভিরুবোভা অন্যান্য রমণীর ন্যায় রাস্‌পুটিনের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। ম্যাডাম ভিরুবোভা বড়ই চতুরা মহিলা ছিলেন। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্রীরূপে থাকিয়া তিনি সম্রাট পরিবারের হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করিতেন।···কিছু দিনের আগের কথা বলি।···

সম্রাট নিকোলাসের একমাত্র পুত্র আলেক্‌সী চির-রুগ্ন ছিলেন—সম্রাটের চিকিৎসকগণ যুবরাজের ব্যাধি আরোগ্যের বাহিরে—এই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কত চেষ্টা, কত যত্ন—কত ঔষধপত্র কিছুতেই কিছু হইল না আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তখন ঔষধপত্র ছাড়িয়া দিয়া মন্ত্র ও মাদুলিতে বিশ্বাসী সম্রাজ্ঞী—তার প্রিয়সখী ম্যাডাম ভিরুবোভার পরামর্শে হেলিডোর নামে একজন রুষিয়ান ফকিরকে প্রাসাদে

লইয়া আসিলেন। হেলিডোর সম্রাটপুত্রের রোগ নিরাময় করিবার জন্য অনেক মন্ত্র পড়িলেন, প্রার্থনা করিলেন—পূজা অর্চ্চনা করিলেন—কিন্তু রাজদরবারের ষড়যন্ত্রের ফ্যাসাদে পড়িয়া তার চাকরীটি গেল। সম্রাটের পুত্রের ব্যাধি তিনি আরোগ্য করিতে পারিলেন না। রাজপ্রাসাদ হইতে হেলিডোর ও তার চেলা ফিলিপ বিতাড়িত হইল।

এদিকে সম্রাটপুত্রের অসুখ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সম্রাজ্ঞীর শয়নে স্বপনে কেবল একই চিন্তা একই ভাবনা—কি করিয়া পুত্রকে নিরাময় করেন, কি করিয়া স্বামীর বংশরক্ষা হয়—কি করিয়া প্রাচীন রোমামফ্‌ বংশ রুষিয়ার সিংহাসনে বজায় থাকে।

এই শুভমুহূর্ত্তে অ্যানা ভিরুবোভার সহিত রাস্‌-পুটিনের সাক্ষাৎ! ম্যাড্যাম ভিরুবোভা মনে করিলেন যে, এই সর্ব্বদর্শী ক্ষমতাশালী সন্ন্যাসীকে যদি কোন রকমে যুবরাজের শয্যাপার্শ্বে লইয়া যাইতে পারা যায় তবে নিশ্চয়ই ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয়! অ্যানা ভিরুবোভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে রোমানফ রাজবংশের পতনের প্রথম বীজ উপ্ত হইয়া গেল।

প্রাতে আসিয়া রাজপরিবারের চিকিৎসকগণ

যুবরাজকে পরীক্ষা করিলেন—নাড়ী ধরিলেন, বুক দেখিলেন—জিভ দেখিলেন—তারপরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া গেলেন—"কোন উন্নতিই দেখা যাইতেছে না। তবে যে রকম দেখা যায়—আরও এক বৎসর এইভাবে ভুগিয়া—একবৎসর পরে শেষ হইয়া যাইবে।"

সম্রাজ্ঞীর বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিল।

ম্যাডাম ভিরুবোভা সম্রাজ্ঞীকে বুঝাইলেন—ভয় কি—আমি অসুখ সারাইবার বন্দোবস্ত করিব। দুর্ব্বলহৃদয়া সম্রাজ্ঞী সম্রাটকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সম্মতা হইলেন।

বার্ত্তা বহন করিয়া ম্যাডাম ভিরুবোভা রাস্‌পুটিনের শরণাপন্ন হইলেন। চতুর রাস্‌পুটিন হেলিডোর ঘটিত ঘটনা জানিতেন! যদি তিনি যুবরাজকে আরাম করিতে না পারেন তবে তাহাকেও রাজপ্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু রাস্‌পুটিনের তাহা কাম্য নহে—উচ্চে, আরও উচ্চে—ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত রাস্‌পুটিন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠিবার বাসনা রাখে—তাই এত সহজে রাসপুটিন ধরা দিলেন না। ম্যাডাম ভিরুবোভার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া দাম্ভিক রাস্‌পুটিন কহিলেন—"তুচ্ছ রাজ্যের

অধীশ্বরকে আমি আরও তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু যিনি এই বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর তার আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করিয়া আমি শান্তি ও ধর্ম্ম রক্ষা করি। সম্রাটের ক্ষুদ্র আলয়ে আমার স্থান নাই—আমি বিশ্ব চরাচরে সেই বিশ্বশক্তির আরাধনা করি।”

বৃহৎ গালভরা বাক্য বলিয়া চতুর রাস্‌পুটিন ম্যাডাম ভিরুবোভাকে বিদায় দিলেন। রাস্‌পুটিন আসিল না—সম্রাজ্ঞী অধীর হইয়া উঠিলেন।—রাণী আকুল হৃদয়ে লাইব্রেরীতে গেলেন—সেখানে বসিয়া রাস্‌-পুটিনকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া রুগ্ন যুবরাজকে দেখিবার জন্য আকুল প্রার্থনা পত্রে জানাইলেন। কম্পিত হৃদয়ে ম্যাডাম ভিরুবোভা এই পত্র লইয়া রাস্‌পুটিনকে দিলেন। অন্তরে কুটিল হাসি হাসিয়া রাস্‌পুটিন গম্ভীর স্বরে সম্মতি জানাইলেন।

রুষরাজ-অন্তঃপুরে এক বিষাক্ত বিষধরের আবির্ভাব ঘটিল।

বিরাট সেই উইণ্টার প্যালেস্‌—মর্ত্ত্যে দেবতার আবাস! ধূসর নেভা নদের বক্ষে তার হাজারো বাতায়নের প্রতিবিম্ব নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে। রুষিয়ার সম্রাটের বিলাসভবন—আজ শ্রমিক ও

মজুরের মিউজিয়ম হইয়াছে। সেই বিকশিত পদ্মের মত অট্টালিকায় আর আনন্দের স্রোত বহে না—সেই হাসির লহর, সেই অফুরন্ত উন্মাদনা—সব নিভিয়া গিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব বিয়োগান্ত নাটক! দুর্ভাগা জার নিকোলাস!

সেই প্রাসাদের উত্তর দিকস্থ একটি সুশোভিত কক্ষে সম্রাজ্ঞী তার দুইটি সুন্দরী কন্যা ও দুই একজন সম্ভ্রান্ত বান্ধবীকে সঙ্গে করিয়া দেবতা রাস্‌পুটিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দূরে রাজউদ্যানের বৃক্ষরাজির মর্ম্মরধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। রাস্‌পুটিন সেই কক্ষের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া—হাত দুইখানি পিছনে রাখিয়া, মাথা 'পিছন দিকে হেলাইয়া—রাস্‌পুটিন অপলক দৃষ্টিতে কক্ষমধ্যস্থ সম্রাজ্ঞীকে দেখিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপ ভাবে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া গম্ভীর স্বরে রাস্‌পুটিন কহিলেন—"মহিয়সী নারী, তুমি আমায় চাহিয়াছিলে—আমি আসিয়াছি।"

সম্রাজ্ঞী সসম্ভ্রমে উঠিয়া—হাত বাড়াইয়া দিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজপরিবারের সমস্ত মহিলারা ধীরে ধীরে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন—

সম্রাজ্ঞী একে একে সকলের সঙ্গে রাস্‌পুটীনের পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন।

সম্রাজ্ঞীর অনুরোধে রাস্‌পুটিন উঠিলেন। যে ঘরে রুগ্ন যুবরাজ শায়িত—সেই বিলাস সজ্জিত কক্ষে রাস্‌পুটিন প্রবেশ করিলেন। রাস্‌পুটিন অপলক নেত্রে সেই ক্ষুদ্র বালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাহার দেহের উপরে হাত দুইখানা রাখিলেন—তারপর মাথা উঠাইয়া সম্রাজ্ঞীকে কহিলেন—"সম্রাজ্ঞী, আমি তোমার পুত্রকে নিরাময় করিব।" তারপর নীরবে রাস্‌পুটিন রুগ্ন বালকের শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া একদৃষ্টে রোগীর দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্‌পুটিনের চোখ দুইটা জ্বলিতে লাগিল।

কৃতজ্ঞতায় সম্রাজ্ঞীর মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ম্যাডাম ভিরুবোভার দিকে চাহিলেন। রাস্‌পুটিনের দেবত্ব, মহত্ত্ব ও অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কারণ, তৎপর দিবস হইতে—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, —রুষিয়ার রুগ্ন যুবরাজ একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। রাজপরিবারের চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

যুবরাজের সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে রাস্‌পুটিনের রাজ-প্রাসাদে বাস করা কায়েম হইয়া উঠিল—সম্রাজ্ঞীর উপর রাস্‌পুটিনের ক্ষমতা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া গেল। সম্রাজ্ঞী রাস্‌পুটিনকে লইয়া সম্রাটের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। সম্রাট জার নিকোলাস যদিও রাস্‌পুটিনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন কিন্তু রাস্‌পুটিন তার পুত্রকে নিরাময় করিতেছে এই কৃতজ্ঞতায় তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

এইভাবে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রাস্‌পুটিন তার "কামনার ধর্ম্মের" মায়াজাল রাজপরিবারের মধ্যে বিছাইয়া দিলেন। ম্যাডাম ভিরুবোভা এই কার্য্যে রাসপুটিনের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। দরবারের কোন মহিলা বাদ গেলেন না—রাস্‌পুটিনের ভণ্ডামির আবর্ত্তে পাক খাইয়া সকলকেই আপন ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইল। প্রাসাদের মধ্যে নানা গুপ্ত সভা বসিতে লাগিল—দরবারের ও রাজপরিবারের মহিলারা সেই গুপ্ত সভায় যোগদান করিয়া অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র রুষিয়া রাজদপ্তরে বিপ্লবের পরে পাওয়া গিয়াছে। এবং এমন

কি কোন কোন তারিখে কে কে এই ভণ্ড সন্ন্যাসীর কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহারও নজির মিলিয়াছে।

চার

নিজের বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য রাস্‌পুটিন সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে যখন এতবড় সম্মান, এতবড় সুযোগ মিলিয়াছে—রাজ-পরিবারের "গুরুদেবের" উপচারে যখন সে নিত্য পূজা অর্ঘ্য পাইতেছে—তখন উহা ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন উঠিতেছিল না। কারণ রাজপুত্র আরোগ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্‌পুটিনকে রাজপ্রাসাদ হইতে চলিয়া যাইতে হইতে পারে। হেলিডোরের ন্যায় বিতাড়িত হইতে তার ইচ্ছা নাই।

হঠাৎ রাস্‌পুটিন সম্রাজ্ঞীর সহিত অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। সম্রাজ্ঞীকে "তুমি", "তুই" ইত্যাদি সম্বোধন করিতে লাগিল—এবং এমন

অসম্মানজনক আচরণ দেখাইতে লাগিল যাহা সমগ্র রুষিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে আর কেহ দেখাইতে সাহস পায় না। একদিন হঠাৎ সম্রাজ্ঞীর সহিত সামান্য কথায় কথায় রাস্‌পুটিন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং রাণীর ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল সম্রাজ্ঞীর দ্বারা এইরূপভাবে অপমানিত হইয়া সে এখানে থাকিবে না। সাইবেরিয়ায় পাকরোভাস্কি গ্রামে তার যে সুরম্য মঠ আছে—সেই খানে সে চলিয়া যাইবে।

রাস্‌পুটিন কহিল—"তুচ্ছ তোমার রাজপ্রাসাদ মহারাণী—আমি আমার শান্তিময় বিরাট অট্টালিকাপূর্ণ মঠে চলিয়া যাইতেছি—তোমার এ অপরাধ ক্ষমার নহে। আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিব না।"

সম্রাজ্ঞী কত কাকুতি মিনতি করিলেন—রাস্‌পুটিন ক্রোধের ভাণ করিয়া অবিলম্বে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! মনে মনে আহত হইয়া সম্রাজ্ঞী নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

রাসপুটিন সাইবেরিয়ায় চলিয়া যাওয়ার চারদিন পরেই যুবরাজ আবার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া সম্রাজ্ঞী অত্যন্ত ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন।—আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দুর্ব্বলহৃদয়া

সম্রাজ্ঞী পাগল হইয়া সাইবেরিয়াতে রাস্‌পুটিনের কাছে টেলিগ্রাম করিলেন। এই টেলিগ্রামখানি রুষ বিপ্লবের পরে বিপ্লবীরা দপ্তর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।—

টেলিগ্রামটি এই—

"আমি তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেছি না। জীবন ঊষর ও নৈরাশ্যময় বোধ হইতেছে। হে প্রিয়, হে প্রভু আমার—আমার বেদনা দূর কর। আলেক্‌সী আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমায় ক্ষমা কর। ফিরে এস—আমার জন্য ফিরে এস। আমার আলেক্‌সীর জন্য ফিরে এস !—আলেক্।"

টেলিগ্রাম গেল।—ঘণ্টা যায়, বেলা যায়—দিনও চলিয়া গেল। কোন উত্তর আসিল না—"দেবতা" আসিল না। সম্রাজ্ঞী অধীর হইয়া উঠিলেন। সখী ম্যাডাম ভিরুবোভা আসিয়া কহিলেন—"চিন্তা কি—আর একখানা টেলিগ্রাম পাঠাই।" এখানা গেল ম্যাডাম ভিরুবোভার নামে। কিন্তু কোন ফল হইল না। "দেবতা" নীরব রহিল।

এদিকে রাস্‌পুটিন তার স্বগ্রামের মধ্যে এক ডজন শিষ্যা পরিবৃত হইয়া আনন্দে কালযাপন করিতেছিল। রাস্‌পুটীনের বাড়ীর দুইটি অংশ ছিল—একটি অংশে

তার স্ত্রী থাকিত—আর একটি অংশে শিষ্যারা থাকিত। রাস্‌পুটিন স্ত্রীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না উপরন্ত বেচারাকে মার ধর করিতে লাগিল। রাজ আহ্বান সাইবেরিয়ার মঠে আসিয়া অবহেলিত হইয়া পড়িয়া রহিল!

কিছুদিন এইভাবে কাটাইয়া রাস্‌পুটিন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। উদ্দাম কর্ম্মস্পৃহা—সে কর্ম্ম ভালই হউক আর মন্দই হৌক—রাসপুটিনকে অধীর করিয়া তুলিল। হঠাৎ রাস্‌পুটিন সম্রাজ্ঞীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন—"তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্বর্গীয় বাণী আমায় রুষযুবরাজের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছে।"

টেলিগ্রাম পাইয়া রাজপ্রাসাদে আনন্দ আর ধরে না! কি অদৃষ্ট! সকলের মুখে এক কথা—"প্রভু আবার আসিতেছেন—প্রভু আবার আসিতেছেন।" সম্রাজ্ঞী ছুটিয়া বালক আলেকসীর ঘরে গেলেন—যাইয়া পুত্রকে বলিলেন—"বাবা আর ভয় নাই—দেবতা আসিতেছেন।" রুগ্ন শিশুর মুখেও হাসি ফুটিল—রাণী বালকের উত্তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ম্যাডাম ভিরুবোভার মুখে "দেবতার" আগমন

সংবাদ শুনিয়া জার নিকোলাস নিভৃত মন্ত্রণা সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হাসিতে লাগিলেন !—হায় ভাগ্য।—হতভাগ্য জার নিকোলাস তখন যদি জানিতে—যে, আজ যাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছ—সেই একদিন তোমার পতনের কারণ হইবে। তখন যদি বুঝিতে...

শীতের প্রভাত। উইন্টার প্রাসাদের সম্মুখে রাস্‌পুটিনের বৃহৎ গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্‌পুটিন কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রকাণ্ড হলঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সশস্ত্র রক্ষীরা সামরিক কায়দায় রাস্‌পুটিনকে অভিবাদন করিল। হল ঘরের সম্মুখে সম্রাজ্ঞী দাঁড়াইয়াছিলেন। রাস্‌পুটিন আসিতেই অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় সম্রাজ্ঞী বলিলেন—"আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর প্রভু, আমি না বুঝিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি।"

অন্য কোন দিকে না চাহিয়া রাস্‌পুটিন কহিল, "আমাকে যুবরাজের কাছে নিয়ে চল। তার খুব অসুখ—ভগবান আমাকে তার জন্যই পাঠিয়েছেন।"

রুগ্ন বালকের ঘরে ম্যাডাম ভিরুবোভা, দুইজন নার্স ও একজন ডাক্তার সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুতপদে সম্রাজ্ঞী রাস্‌পুটিনকে লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই রাস্‌পুটিন অত্যন্ত কর্কশ ও গম্ভীর স্বরে গৃহমধ্যস্থ সকলকে বাহির হইয়া যাইতে বলিল।—বলিল, "আমি রুগ্ন বালকের নিকটে থাকিয়া প্রার্থনা করিব। তোমরা যাও।"

সম্রাজ্ঞী ও অন্যান্য সকলে বাহিরে আসিলেন—কিন্তু ম্যাডাম ভিরুবোভা ভিতরে রহিলেন। ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল। রাস্‌পুটিন ঘাড় নামাইয়া দেখিল যে ছেলেটি ঘুমাইতেছে—তখন সে তার ডান হাতখানি ম্যাডাম ভিরুবোভার দিকে আগাইয়া দিল। ভিরুবোভা হাতখানি ধরিয়া চুম্বন করিল। রাস্‌পুটিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ ঔষধটা কোথায়?"

ম্যাডাম ভিরুবোভা—রুষিয়ার সম্রাজ্ঞীর অতি বিশ্বাসের পাত্রী ভিরুবোভা—তার ব্লাউজের ভিতর হইতে নীলরঙের একটি ছোট শিশি রাসপুটিনের হাতে দিলেন। ভিরুবোভা কহিলেন—"ঠিকই হইয়াছে—যখনই এই ঔষধ দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিয়াছি তখনই অবস্থা খারাপ হইয়াছে।"

গভীর হাসি হাসিয়া রাস্‌পুটিন স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলিয়া কহিল,—"আঃ,—যাক, এখন আমি আসিয়াছি, এখন ভগবানের শক্তিতে সে আপনিই ভাল হইবে। আর তাহাকে ঔষধ দিতে হইবে না।"

ম্যাডাম ভিরুবোভার নিকট হইতে বিষের শিশিটি হাতে লইয়া রাস্‌পুটিন লুকাইয়া রাখিল। তারপরে ভিরুবোভাকে কহিল—"এইবার আমি প্রার্থনা করিতে থাকি—তুমি দরজা খুলিয়া নির্ব্বোধগুলিকে ভিতরে লইয়া আস।"

এই বলিয়া রাস্‌পুটিন হাঁটু গাড়িয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গভীর ভক্তির ভান দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঈশ্বর—হে মহান, হে দয়াময়—হে সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক......"

ম্যাডাম ভিরুবোভা দরজা খুলিয়া দিলেন।

পাঁচ

উনিশশত চৌদ্দ সাল ! ..

এই সময়ে ইউরোপে মহাযুদ্ধের রণভেরী দিকে দিকে বাজিয়া উঠিল। রুষিয়ার বীর সন্তানগণ হাসি-মুখে যুদ্ধে চলিলেন। মিত্রশক্তির সংবাদপত্রগুলি রুষিয়ার অমিত শক্তির প্রশংসা করিয়া রুষিয়ার সৈন্যবাহিনীকে "ষ্টীম রোলার" আখ্যা দিলেন। মিত্রশক্তি আশা করিতে লাগিলেন—পূর্ব্বসীমান্তে রুষিয়া তাহার বিরাট "ষ্টীমরোলার" লইয়া জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু রুষিয়ার সম্রাটের অন্তঃপুরে বসিয়া সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা যে তাহার সন্তানগণকে নিজহস্তে কামনার ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন, রাজান্তঃপুরে যে পাপের হলাহল স্রোত বহিয়া যাইতেছে—রুষিয়ার সম্রাটের প্রাসাদে রুষিয়ার বিরুদ্ধে যে জার্ম্মাণ চক্রান্ত হইতেছে—তাহা তখন কে জানিত ?

ফ্রান্সের রাজা অষ্টাদশ লুই ও রাণী মেরী আঁতেনাৎ বিলাসপরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য উন্মত্ত প্রজার হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন। ইতিহাসের কাহিনীর নাকি পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে—তাই বিংশ শতাব্দীতে সেই

একই পাপে জার নিকোলাস ও রাণী আলেকজান্দ্রা একই পরিণাম ভোগ করিয়াছিলেন।

জার নিকোলাস ও সম্রাট পত্নীর দুর্ব্বলতায় আজ দুর্ব্বৃত্ত রাস্‌পুটিনের এত প্রভাব! রাস্‌পুটিন প্রতিদিন প্রাতঃকালে রুগ্ন বালকের পার্শ্বে যাইয়া প্রার্থনা করিত—আর সেই কক্ষের এককোণে অপরাধীর মত রুষসম্রাজ্ঞী হাত জোর করিয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রার্থনার পর ম্যাডাম ভিরুবোভা রাসপুটিনের হাতখানি ধরিয়া আনিয়া সুরাপান করিতে দিতেন—এইভাবেই রাস্‌পুটিনের দিন কাটিতে লাগিল।

সম্রাটের কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে শিক্ষয়িত্রীটি ছিলেন তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাটের কন্যাগণের চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মেয়েদের কথায় বার্ত্তায় তাহারা যে চরিত্র দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িতেছে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। রাস্‌পুটিন ঐ প্রাসাদেই বাস করিতেছে। সে প্রায়ই মেয়েদের পড়ার ঘরে যাইয়া তাহাদের সহিত গল্প করিত। একদিন এইরূপ কথায় বার্ত্তায় রাস্‌পুটিন মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করিয়া একটি অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিল। উচ্চবংশজাতা

শিক্ষয়িত্রীর ইহা অসহ্য বোধ হইল—তিনি সম্রাজ্ঞীর নিকট যাইয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। সম্রাজ্ঞী তার দুইজন বান্ধবীর সহিত চা খাইতেছিলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"তুমি জান প্রভু আমাদের অতিথি—তুমি অতিথির সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা অত্যন্ত অপমানজনক। আজ হইতে তোমার কাজ হইতে বিদায়।" রাস্‌পুটিন যে কোন অন্যায় করিতে পারে—ইহা জারিণা ধারণাও করিতে পারিতেন না। ইহার একঘণ্টা পরে চোখের জল মুছিতে মুছিতে শিক্ষয়িত্রী বিদায় লইয়া গেলেন। কেহ জানিল না......

সম্রাট দম্পতির উপরে রাস্‌পুটিনের কি প্রকার প্রভাব ছিল তাহা এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বোঝা যাইবে। সমস্ত রুষ সাম্রাজ্যের উপরে একটা করাল ছায়া রাস্‌পুটিন বিস্তার করিতে লাগিল। গ্র্যাণ্ড ডিউকগণের ও মন্ত্রীবর্গের চেয়েও তার ক্ষমতা বেশী ছিল। রাস্‌পুটিনের কূট কৌশল, তার অপরিমিত ধর্ম্মপরায়ণতা ঐন্দ্রজালিক মোহের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বয়ং সম্রাট নিকোলাসের ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়াছিল।

রাজ্য মধ্যে রাস্‌পুটিনের শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল ; কিন্তু কৌশলী রাস্‌পুটিন রাজ্যের বড় বড় মন্ত্রী,:সেনাপতিকে নিজ পক্ষে আনিয়া ফেলিয়াছিল। রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যবহারমন্ত্রী প্রটোপপফ্‌ তার প্রিয় বন্ধু ছিলেন—কিন্তু ষ্টোলিপিন, মিলিউকফ্‌ প্রভৃতি ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ও সম্রাটের জ্ঞাতিভ্রাতা গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস মাইকেলোভিচ্‌কে রাস্‌পুটিন অত্যন্ত ভয় করিত।

গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাস্‌ মাইকেলোভিচ্‌ গোপনে রাস্‌পুটিনের অতীত জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাস্‌পুটিন তাহা জানিতে পারে নাই। একদিন উইণ্টার প্যালেসে নাচের মজলিস বসিয়াছিল—রুষিয়ার সন্তানগণ রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে—কিন্তু রাণীর নাচের মজলিসে আমোদ কম হয় নাই। চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছে —উইণ্টার প্যালেসের বিরাট হল ঘরগুলি আলোক-মালায় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। রুষিয়ার সম্ভ্রান্ত সমাজ আজ আনন্দে আত্মহারা।

এই বলনাচের মজলিসে রাস্‌পুটিন ও তার এক বন্ধু বিশপ টেওফান উপস্থিত ছিল। বাহিরে ব্যাণ্ড বাজিতেছে—প্রকাণ্ড "নিকোলাস হলে" নাচ হইতেছে

—হাসির অট্টরোলে প্রাসাদ মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাস্‌পুটিন ও তার বন্ধু হল পার হইয়া আসিল—সুবিস্তীর্ণ উদ্যান! উদ্যানের পত্ররাজির মধ্যে সুবেশা নরনারীর দলের হাস্য আলোচনা চলিতেছে। রাস্‌পুটিন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল—ঘুরিতে ঘুরিতে উভয়ে অবশেষে একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটিতে আর কেহ ছিল না। সম্ভবতঃ রাস্‌পুটিন তার বন্ধুর সহিত গোপনে পরামর্শের জন্য নির্জ্জন স্থান খুঁজিতেছিল। বলরুম হইতে ইহাদের অনুসরণ করিয়া সম্রাটের ভ্রাতা নিকোলাস মাইকেল ও তদপেক্ষা তরুণ বয়স্ক গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি প্যাভলোভিচ সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাস্‌পুটিন বিস্মিত হইল।

কঠোর স্বরে গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাস কহিলেন—"রুষিয়ার কুক্কুর, তোমার পাপে রুষিয়া ধ্বংসে যাইতে বসিয়াছে। আজ আমি তোমায় এই প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিব। চোর—বদমায়েস—পোকরোভেস্কীর সামান্য একটা চাষা আসিয়া সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলা-দিগকে বিপথে লইয়া যাইবে—ইহা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বেরোও উল্লুক—"

রাস্‌পুটিন দমিবার পাত্র নহে—উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এই সমস্ত কথা বলিবার কি অধিকার আছে ?"

উত্তরে তরুণ গ্র্যাণ্ডডিউক প্যাভলোভিচ কোন কথা না বলিয়া রাস্‌পুটিনের ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাহিরে আনিয়া মার্ব্বেল হলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—বিস্মিত প্রাসাদরক্ষীগণের সম্মুখে তাহাকে পদাঘাত করিলেন। রক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন—"ইহাকে বাহিরে দূর করিয়া দাও।" রক্ষীরা রাস্‌পুটিনকে ধরিয়া বাহিরে আনিল। এদিকে গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাস রাস্‌পুটিনের বন্ধু টেওফানকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া ভণ্ড ধর্ম্ম যাজকের ক্রুশচিহ্ন ছিড়িয়া ফেলিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

দেবতার এই অপমানের কথা সম্রাজ্ঞীর কর্ণগোচর হয় নাই—এমন কি নির্ল্লজ্জ রাস্‌পুটিনও সে কথা সম্রাজ্ঞীকে প্রকাশ করে নাই। কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণ নিষ্ঠুর রাস্‌পুটিন এই ঘটনার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এদিকে মস্কৌ হইতে রাস্‌পুটিনের জনৈকা শিষ্যা রাস্‌পুটিনকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন যে দুইটি সুন্দরী তরুণী রাস্‌পুটিনের "কামনার ধর্ম্মে" দীক্ষিত হইতে চাহে।

রাস্‌পুটিন সম্রাজ্ঞীকে কহিলেন—"ভগবানের নিকট হইতে আমার আহ্বান আসিয়াছে—আমাকে তীর্থে যাইতে হইবে।"

সম্রাজ্ঞী আকাশ হইতে পড়িলেন—সেকি আলেক্‌সী ত' এখনও সুস্থ হয় নাই।—"না দেবতা, আপনার যাওয়া হইতে পারে না।"

রাস্‌পুটিন সে সময়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সহিত আহার করিতেছিল—বলিলেন—"কোন ভয় নাই—আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, আমার অবর্ত্তমানে আলেকসী ভালই থাকিবে। ঈশ্বর আমায় আহ্বান করিয়াছেন—আমায় মস্কৌ যাইতে হইবে—আমি আর থাকিতে পারি না।"

সেই রাত্রেই রাস্‌পুটিন বিলাস সজ্জায় বিশেষভাবে সজ্জিত একখানি ট্রেণে মস্কৌ চলিয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত আয়োজনমত তরুণী দুইটী রাস্‌পুটিনের সহিত দেখা করিলেন—রাস্‌পুটিন তাহাদের কামনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। এই দীক্ষার বিষয় বিস্তারিত করিয়া লেখা যায় না। তবে এইটুকুই বলা যায় যে যাহারাই এই ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছেন—তাহারাই রাস্‌পুটিনের কামনার অনলে পুড়িয়া মরিয়াছেন।

এই ঘটনার কথা পুলিশ জানিতে পারিয়া রাস্‌পুটিনকে গ্রেপ্তার করে। চব্বিশ ঘণ্টা গারদে বাস করিয়া রাস্‌পুটিন তার সেই বান্ধবটীর চেষ্টায় মুক্তি পায়। মুক্তিলাভ করিয়া সে পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাজ্ঞীকে এই সংবাদ জানায়। বার ঘণ্টার মধ্যে মস্কৌ পুলিশের কর্ণধার প্লেসেফ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।—কি ? দেবতাকে অপমান ?

মস্কৌর সেই তরুণী দুটীর পিতা এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া রাস্‌পুটিনকে পত্র লিখেন যে, "তোমাকে যেখানে পাইব সেইখানে তোমাকে দেখিবামাত্র গুলি করিয়া হত্যা করিব—সাবধান থাকিও।" পত্র পাইয়া রাস্‌পুটিন মনে মনে ভীত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করে নাই—উদ্ধত রাস্‌পুটিন সেই পত্রের উত্তরে টেলিগ্রাম করিল—"হাঁ পারিলে গুলি করিও—তাহা হইলে ভগবান তোমার কন্যাদের যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন—রাস্‌পুটিন।" এই টেলিগ্রামখানি পরে পুরাতন কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

রাস্‌পুটিনের অত্যাচারে রাজধানীর জনসমাজের

শান্তি অন্তর্হিত হইল। বড় বড় গ্র্যাণ্ড ডিউক, কাউণ্ট ইত্যাদির স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী সকলেই রাস্‌পুটিনের নামে পাগল। রাস্‌পুটিন বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখায়। কিন্তু যখন রাত্রির অন্ধকার আসে রাস্‌পুটিনের অন্তরের কামনার আগুনে নিত্য শত শত নারী আপনাকে বিসর্জ্জন দেয়।

রাজপ্রাসাদের অতি সন্নিকটে রাসপুটিন একটি প্রমোদ অট্টালিকায় বাস করিত। ইহাতে তাহার "কামনার ধর্ম্ম" অনুষ্ঠানের চমৎকার সুবিধা হয়। প্রতিদিন সম্ভ্রান্ত তরুণী মহিলারা কেহ গোপনে কেহ প্রকাশ্যে রাস্‌পুটিনের কাছে আসিতে লাগিলেন। রাস্‌পুটিনের চক্ষের অপূর্ব্ব মাদকতায় তার অতি কদাকার আকৃতি সত্ত্বেও রমণীগণ তার বশীভূত হইতেন। কাহারও সংসারে আর শান্তি নাই! রুষিয়ার ধনাঢ্য সমাজ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। রাস্‌পুটিনের বিরুদ্ধে চারিদিকে;ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। রাস্‌পুটিনও বুঝিতে পারিলেন যে তাহাকে সর্ব্বদা সাবধানে চলিতে হইবে—একটু ভুল করিলেই পতন অনিবার্য্য। রাজধানীর ধনাঢ্য সমাজের বহু ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কাউণ্ট আইভনিচ্‌কির তরুণী পত্নী

রাস্‌পুটিনের নিকটে যাতায়াত করেন। কাউণ্ট ইহা কানাঘুষায় শুনিতে পাইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় কাউণ্ট পত্নী তাঁর পরিচারিকার পোষাক পরিয়া গুপ্তপথে রাস্‌পুটিনের বাস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কাউণ্ট ইহা জানিতে পারিয়া নিজের ঘরে আসিয়া পত্নীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কাউণ্ট-পত্নী ফিরিয়া আসিলেন,—আসিবামাত্র কাউণ্ট পত্নীকে তার এই গোপন অভিযানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাউণ্টপত্নী ধীরে ধীরে সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। কাউণ্ট বিনাবাক্যব্যয়ে পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া পত্নীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। তারপরে বাহিরে আসিয়া পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

এই ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে এই সংবাদ সম্রাজ্ঞীর গোচরীভূত হইল—তখন সম্রাজ্ঞী রাস্‌পুটিনের সহিত আহার করিতেছিল। অদ্য নিশীথ অভিযানের তরুণী শিষ্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে রাস্‌পুটিন বিকট মুখ ভারী করিল !···এতটুকু সঙ্কুচিত না হইয়া কহিল—"নির্ব্বোধ ! কিন্তু কাউণ্টেস খুবই ধার্ম্মিক ছিলেন।"

কিন্তু ঘটনাটি বাহিরে জনসমাজে প্রকাশিত হইতে পারে ভাবিয়া সম্রাজ্ঞী রাস্‌পুটিনের সুনাম রক্ষার জন্য

তৎক্ষণাৎ আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার মন্ত্রীকে টেলিফোন করিয়া ধৃত কাউণ্টকে মুক্তিদানের আদেশ দিলেন।

সমাজের অন্তরের জ্বালা অন্তরেই জ্বলিতে লাগিল। এই রকম আরও ঘটনা ঘটিয়াছে। রুষিয়ার অলচৌষ্কি নামে জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক যুদ্ধে গিয়াছিলেন। ব্রেষ্ট লিটোভস্ক নামক স্থানের ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি রাজধানীতে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন। ষ্টেশনে তার সুন্দরী পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে সুখে বাড়ীতে আসিলেন। কিন্তু সুখে বাদ সাধিল—অলচৌষ্কি আসিয়াই একখানা বেনামী পত্র পাইলেন—তাহাতে লেখা ছিল যে, তোমার পত্নী তোমার অনুপস্থিতিতে রাস্‌পুটিনের "আধ্যাত্মিক" পত্নী ভাবেবাস করিয়াছে। সৈনিক পুরুষ আর কোন কথা না বলিয়া তৎপর দিন তার পত্নীকে অনুসরণ করিয়া দেখিলেন যে, কথা সত্য। সৈনিক পুরুষের অন্তঃকরণে প্রতিহিংসা-বৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল। রাস্‌পুটিনের বামহস্তের সন্নিকটে তিনি লুকাইয়া রহিলেন। বাহিরে রাজকীয় মোটর আসিয়া দাঁড়াইল—রাস্‌পুটিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মোটরে উঠিতে যাইবেন—সৈনিকটি লুক্কায়িত স্থান

হইতে বাহির হইয়া রাস্‌পুটিনকে আক্রমণ করিলেন এবং একখানি দীর্ঘ ছুরিকা রাসপুটিনের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। কিন্তু অসীম শক্তির অধিকারী রাস্‌পুটিন উহা গ্রাহ্য না করিয়া আক্রমণকারীকে হাতের একটা সামান্য ধাক্কা দিয়া সরাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

শাণিত ছুরিকা রাস্‌পুটিনের অঙ্গ স্পর্শ করিল না—পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে পরিহিত ইস্পাতের আবরণে আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ছয়

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

জার্ম্মাণীর সহিত তেমনি যুদ্ধ চলিতেছে। রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কাইজার রুষিয়ার অন্তঃস্থলে আঘাত করিলেন। কাইজারের মতলব কোন রকমে রুষিয়ার সহিত পৃথক সন্ধিস্থাপন। তাহা হইলে পূর্ব্বসীমান্ত হইতে সমস্ত জার্ম্মাণ সৈন্য উঠাইয়া লইয়া পশ্চিম সীমান্তে আসিয়া ফরাসী ও ইংরেজকে অতি সহজেই কাবু করা যায়। কিন্তু রুষিয়া মিত্র-শক্তির সহিত পৃথক হইয়া জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিতে পারে না। সমগ্র রুষিয়া যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত চালাইবার জন্য উৎসাহী। কাইজার সেই উদ্দীপনা দূর করিবার জন্য যে সমস্ত কৌশল করিয়াছিলেন তাহা জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট একবারে অস্বীকার করিয়াছেন বটে —কিন্তু রুষিয়ার বিপ্লবের পরে যে সমস্ত কাগজ পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কাইজারের ষড়যন্ত্রের কথা স্পষ্টাক্ষরে নানা ভাবে লিখিত হইয়াছে।

দেশের লোকই সর্ব্বত্র দেশের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। রাস্‌পুটিন—কামুক, চোর, হীন রাস্‌পুটিন—অর্থের লোভে কি না করিতে পারে? রুষিয়ার উন্নতির

জন্য তার ভাবনা নাই—রুষিয়ার ছুর্নামের জন্য তার চিন্তা নাই।—অর্থ—বার্লিনের মোহরের মোহে রাস্‌পুটিন কাইজারের হাতের পুতুল হইল।

রুষিয়ার সমাজের মধ্যে আগুণ জ্বালাইয়া রাস্‌পুটিন রুষিয়ার রাজনৈতিক পতনের পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

আর সেই অগ্নিশিখায় জার নিকোলাসের জার্ম্মাণ পত্নী আহুতিদান করিলেন।

রুষিয়ার পতনের ষড়যন্ত্রে রাস্‌পুটিন রুষিয়ার সম্রাজ্ঞীর সাহায্য পায়। রাস্‌পুটিন সম্রাজ্ঞীকে বুঝাই-লেন যে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি হইলে রুষিয়ায় শান্তি আসিবে। যুদ্ধবিগ্রহ থামিয়া যাইবে। সম্রাজ্ঞী তাহাই ভাল বুঝিয়াছিলেন—বিশেষতঃ জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিবে ইহা সম্রাজ্ঞীর সহ্য হইত না। কাইজার জারিণাকে খুব স্নেহ করিতেন।

কিন্তু রুষ জাতি বাহিরে এই সমস্ত সংবাদ কিছুই জানিত না। তাহারা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে—ধনাঢ্য সমাজের ও রাষ্ট্রের শত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। রুষিয়ার শত্রুর সহিত যে রুষিয়ার সম্রাজ্ঞী এমন ষড়যন্ত্র করিতে পারেন তাহা কেহ ধারণাই করিতে পারে নাই।

রাস্‌পুটিন নিজে স্বদেশহিতৈষী সাজিল—সে যেখানেই যায়—সেইখানেই মিত্রশক্তির গুণগান করে —রুষ সৈন্যের অমিত বিক্রমের কথা উল্লেখ করে— শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে, এই বক্তৃতা জোর-গলায় করে। ভিতরে ভিতরে চলে সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র !

রুষিয়া হইতে ফিরিয়া যাইয়াও কেহ ধারণা করিতে পারে নাই যে রুষিয়ার ভিতরে এত কাণ্ড চলিতেছে। রাজধানীতে রাস্‌পুটিনের নাম "আব্‌ছা আব্‌ছা" মত শোনা যাইত—রাস্‌পুটিন কে, তার কাজ কি তাহা কেহ জানিত না। শুধু পেট্রোগ্রাডের সম্ভ্রান্ত সমাজের রমণীগণের সে ছিল প্রাণের দেবতা। সংবাদপত্রে রাস্‌পুটিনের নাম প্রকাশিত হইত না। সেন্সরের তীব্র দৃষ্টিতে রাস্‌পুটিনের নাম অপ্রকাশিত থাকিত।

রুষ রাজপ্রাসাদে রাস্‌পুটিন, রাণী আলেকজান্দ্রা, প্রধান মন্ত্রী ও তাহার হাতের পুতুল প্রোটোনপফ্‌— কাইজারের ইঙ্গিতে প্রাসাদে বসিয়া ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা করিতেন। একই প্রাসাদে সর্ব্বক্ষণ বাস করিয়া হতভাগ্য জার নিকোলাস তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে সম্ভ্রান্ত মহিলারা ও রাস্‌পুটিনের বিশ্বস্ত অনুচরেরা যোগদান করিয়াছিল।

অর্থের দ্বারা সব হয়—অগণিত অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

রুষিয়ায় এই সময়ে বিপ্লবীদলের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারা এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। বিপ্লবীদলের গুপ্তচরেরা এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন।

রাস্‌পুটিনের ন্যায় ষড়যন্ত্রের অন্যান্য নেতারা বাহিরে বাহিরে স্বদেশভক্তি দেখাইতেন,—যুদ্ধের বক্তৃতায় দেশপ্রেম তাহাদের ফাটিয়া পড়িত। ষড়যন্ত্রের কুফল ফলিতে আরম্ভ করিল। বার্লিনের গোপন নির্দ্দেশে রুষিয়ার যুদ্ধে রত সৈনিকগণের খাবার জিনিষের হঠাৎ কমতি পড়িয়া গেল—কাল হয়ত সৈন্যবাহী একখানা ট্রেণ হঠাৎ লাইনচ্যুত হইয়া ধ্বংস হইল—যুদ্ধের সীমান্তে যাতায়াত করিবার জন্য ট্রেণের নানা বেবন্দোবস্ত হইতে লাগিল! লোকে অদৃষ্টকে দোষ দিল—ভিতরের কথা কেহ জানিল না।

যাহারা এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাইত রাস্‌পুটিন তাহার সামান্য সংবাদ পাইলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিত। তাহাদিগকে রুষিয়ার

শত্রু বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া, মিথ্যা বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। যাহারা রাস্‌পুটিনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে বলিয়া তাহার ধারণা হইত—সেই সমস্ত সত্যকার স্বদেশী রুষিয়ান কর্ম্মচারীদিগকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত। এমনি করিয়া যে কত নির্দ্দোষ দেশবাসী সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রাস্‌পুটিনের অনেক শত্রু ছিল। সাম্রাজ্যের পুলিশের কর্ণধার অ্যাডজান্‌কৃট্ মিনিষ্টার জুনকোভেস্‌কি রাস্‌পুটিনকে সন্দেহ করিলেন—এবং রাস্‌পুটিনের পিছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন।

রাস্‌পুটিনের ইহা অজ্ঞাত রহিল না। বিপ্লবীদলের নেতারা জুনকোভেস্‌কীকে নানা সংবাদ দিয়া সাহায্য করিলেন।

একদা রাস্‌পুটিন হঠাৎ পুলিশের কর্ত্তার অফিসে যাইয়া উপস্থিত হইল ও কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল —"আমার পিছনে টিকটিকি লাগাইয়াছ কেন ? আমার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে যায়—তাদের তুমি অনুসরণ কেন কর ?"

পুলিশের কর্ত্তা সবিনয়ে কহিলেন, "কর্ত্তা, উহাই আমার কর্ত্তব্য। রাজধানীতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা আমার জানা দরকার।"

রাস্‌পুটিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জান না যে তোমার মূর্খ গোয়েন্দাদের আমার পিছনে লাগাইতে পার না? তুমি কি জান না যে, আমার ব্যক্তিগত জীবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট প্রাসাদের বিশেষ পুলিশ নিযুক্ত করিয়াছেন?"

ধীরে ধীরে জুনকোভেস্‌কী উত্তর করিলেন—"আমার কর্ত্তব্য আমি ভাল জানি।" রাস্‌পুটিন এই উত্তরে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন—এবং জুনকো-ভেস্‌কির তরুণী পত্নীর চরিত্রের প্রতি একটা অসভ্য ইঙ্গিত করিলেন। জুনকোভেস্‌কি ছাড়িবার পাত্র নন—চেয়ার হইতে উঠিয়া রাস্‌পুটিনকে বেশ করিয়া ঠুকিয়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। রাস্‌পুটিনের কপাল দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা পরে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাস্‌পুটিন সম্রাজ্ঞীর কাছে আসিয়া জুনকোভেস্‌কীর নামে মিথ্যা কথা লাগাইয়া বলিলেন যে জুনকোভেস্‌কি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চায়।

কি এত অপমান! দেবতাকে এত অবজ্ঞা? রাণী তৎক্ষণাৎ জারের কাছে গেলেন—তৎক্ষণাৎ জার পুলিশের Adjunct Ministerকে পদচ্যুত করিলেন—এবং রাস্‌-পুটিনের এক অনুচরকে সেই স্থানে নিযুক্ত করিলেন।

ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও এই রকম কার্য্য করা হইল। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মনিষ্ঠ সামারিণের নামে মিথ্যা বলিয়া রাস্‌পুটিন সামারিণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া নিজের অনুচরকে সেই পদে নিযুক্ত করাইলেন।

সমগ্র সাম্রাজ্যে এমন লোক ছিল না যে, রাস্‌-পুটিনের খপ্পরে পড়ে নাই। ভাল লোক তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত; সতী রমণীরা তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। শত শত, হাজার হাজার লোকের নিকট কাহাকেও চাকরী দিয়া, কাহাকেও অন্যভাবে অনুগৃহীত করিয়া রাস্‌পুটিন অর্থ সংগ্রহ করিত। অর্থের পিপাসা তাহার অদম্য ছিল। বিপ্লববাদীরা রাস্‌পুটিনকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিত; এবং রাস্‌পুটিনকে অনুসরণ করিবার জন্য বিপ্লববাদীদের একটা কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সেই কমিটি তাহাদের অনুসন্ধানের ফলে যে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এই সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

এই সময়ে রাস্‌পুটিনের বিরুদ্ধে লিখিত কতকগুলি কাগজপত্র জার নিকোলাসের হস্তগত হয়—জার তাহা তাহার পত্নীকে দেখান। এই সংবাদ রাস্‌পুটিনের কর্ণগোচর হইলে রাস্‌পুটিন স্থির করিল—এইবার অন্য চাল চালিতে হইবে। নইলে পদমর্য্যাদা, সম্মান সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

সহসা জারকোসেলা প্রাসাদে সাম্রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইয়া রাস্‌পুটিন কহিল—"ভগবান আমায় দর্শন দিয়া বলিয়াছেন—যে, রোমানফ্ রাজবংশের শত্রুগণ আমার নামে মিথ্যা রটনা করিয়াছে—এবং আমার ক্ষমতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছে। তাই এমন অবস্থায় আমি এখানে আর থাকিতে পারি না। তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সম্রাজ্ঞীর কক্ষে রাস্‌পুটিনের প্রেমিকা ম্যাডাম ভিরুবোভা ও রাস্‌পুটিনের শিষ্যা কনিষ্ঠ আইনাচিফ্ উপস্থিত ছিলেন। রাস্‌পুটিনের কথায় রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল—চেয়ার হইতে উঠিয়া রাণী কাতরস্বরে কহিলেন—"তুমি যাবে?—দেবতা—তুমি যেও না, যেও না। তা'হলে আমার আলেকসীর কি হবে?"

"না আমি যাইবই। আমাদের শত্রুদের জয়লাভ

হইয়াছে। এই যুদ্ধে অমঙ্গল মঙ্গলকে পরাজিত করিবে।”...তারপরে আসিয়া নাটকীয় ভাবে রাস্‌পুটিন কহিতে লাগিল—“তারপরে আলেকসিক্? আলেকসিক্—আমি তোমার নিকট সত্য গোপন করিবনা।—আমি আজ চলিয়া যাইতেছি। আমার যাইবার ২০ দিন পরে তোমার পুত্র আলেক অসুস্থ হইবে কিন্তু সে ব্যাধি সারিবে না।”...

“সা-রি-বে-না”—সম্রাজ্ঞী ব্যাকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ম্যাডাম ভিরুবোভা ভান করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—দেখিলেন রাণীর জ্ঞান নাই।

রাস্‌পুটিন নতমস্তকে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

২০ দিন ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় রাণী দিনপাত করিলেন। সন্ন্যাসীর বাণী সত্য হইল—কুড়ি দিনের দিন আলেকসি আবার রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়িল। রোগের কারণ কি কেহ বলিতে পারিল না। বড় বড় ডাক্তার আসিলেন—ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি অনেক আসিল কিন্তু রোগের উপশম হইল না—ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ডাক্তারেরা হতাশ হইলেন।

রাণী সাইবেরিয়ায় টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাজ্ঞী কোনদিনের জন্য

কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, তারই অতি বিশ্বস্ত, অতি আপনার সখী ভিরুবোভা রাস্‌পুটিনের নির্দ্দেশ অনুসারে বালকের পথ্যের সঙ্গে চীনদেশীয় বিষাক্ত তীব্র ঔষধ রাস্‌পুটিনের প্রস্থানের বিংশতি দিবসে খাইতে দিয়াছে।

দিনের পর দিন যায়—ম্যাডাম ভিরুবোভা বিষের মাত্রা বাড়াইয়া দেন—অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে বালকের বাঁচিবার আর আশা রহিল না। রাণী পাগলের মত হইয়া গেলেন, সাইবেরিয়ায় সংবাদ লইবার জন্য সংবাদবাহক পাঠানো হইল; সংবাদবাহক সেখানে রাস্‌পুটিনের কোন সংবাদ না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তারেরা বলিলেন বালক যে কোন মূহূর্ত্তে মারা যাইতে পারে। অকস্মাৎ একদিন রাত্রিকালে রাস্‌পুটিন প্রাসাদে উপস্থিত হইল। আসিয়া কহিল—"নারী, আমি তোমার পুত্রকে বাঁচাইতে আসিয়াছি।" আবার সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল—রাস্‌পুটিন গভীর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল—অর্থহীন বাক্যদ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল—"তোমার পুত্র ভাল হইবে।"

সম্রাজ্ঞীর চক্ষে জল আসিল—এত দয়াময়! এত

নিষ্ঠুর !! গদগদ কণ্ঠে সম্রাজ্ঞী কহিলেন—“আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছিলে কেন প্রভু ?”

“কেন এখানে থাকিব ? যারা আমার নিন্দা করে—তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস কর—আমি সেখানে থাকি না।”

অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিশ্বরী সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা সেই ইতর ভণ্ড সন্নাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—“মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর প্রভু। আমাদের অপরাধ হইয়াছে—তুমি আমাদের ফেলিয়া যাইও না। তোমার যারা শত্রু—তারা আমাদেরও শত্রু! আমাদের ক্ষমা কর।”

অন্তরালে থাকিয়া ভগবান কি হাসিতেছিলেন ?.

সাত

জার্ম্মাণীর চক্রান্ত পাকিয়া উঠিল!...

সম্রাট নিকোলাসের প্রাইভেট সেক্রেটারী তরুণ যুবক মাকারফ হঠাৎ মারা গেলেন। জার নিকোলাসের তিনি বড়ই প্রিয় ছিলেন। মাকারফ-এর তরুণী পত্নী রাস্‌পুটিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তার পরেই এই দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার সহিত রাস্‌পুটিন জড়িত ছিল। এবং মাকারফএর স্থলে রাস্‌পুটিনের এক অনুচর জার নিকোলাসের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। এইবার সম্রাটের গুপ্ত লিপি ও গুপ্ত কাগজ-পত্রে জার্ম্মাণ অর্থসেবী চরের আবির্ভাব হইল। বিনা আয়াসে রাস্‌পুটিন জার্ম্মাণীর সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিল। এই নূতন প্রাইভেট সেক্রেটারী রোড-জেভিচ যুদ্ধের পূর্ব্বে দুই বৎসর কাল জার্ম্মাণীতে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর বার্লিন হইতে ইনি ২৫ হাজার মার্ক ভাতা পাইতেন। ইঁহারই হাতে সম্রাটের 'সাইফার কোড' দেওয়া হইল!

সাম্রাজ্যের প্রকৃত হিতৈষী গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাস একদিন সম্রাটের নিকট আসিয়া সম্রাটকে হিত পরামর্শ দিলেন। সেই সময়ে সম্রাটের নূতন প্রাইভেট

সেক্রেটারীও উপস্থিত ছিলেন। ডিউক কহিলেন—"সম্রাট্—সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে বসিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? জানেন কি সম্রাট এই পিশাচ রাস্‌পুটিন আজ জার্ম্মাণীর সহিত চক্রান্ত করিয়া রুষিয়ার সর্ব্বনাশ করিতেছে। আজ সৈন্যদলে রসদ পায় না—কাল গোলাবারুদের কারখানায় আগুন লাগে, এত লোকনাশ হয়, এত ট্রেণ দুর্ঘটনা হয়—এ সব কেন হয় জানেন কি? এ সমস্তই রাস্‌পুটিন ও তাহার জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদের চক্রান্ত! সম্রাট, এখনও সময় আছে এখনও সাবধান হউন।"

সম্রাট কহিলেন, "তা' কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? রাস্‌পুটিন যে মন্ত্রী প্রটোনপফের বন্ধু। প্রটোনপফের সহিত সেদিন আমার দেখা হইয়াছে—সে ইংলণ্ডে বারুদের কারখানা দেখিয়া আসিয়াছে—ব্রিটিশের নৌবহর দেখিয়া আসিয়াছে। ইংরেজ আমাদের জন্য গোলাবারুদ পাঠাইতেছে—প্রটোনপফ এই সমস্ত বিষয়েই মিত্রশক্তির প্রশংসা বই নিন্দা ত' আমার কাছে করে নাই। গতরাত্রের পূর্ব্বরাত্রে সে এই বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছে—তাহা কি তুমি পাঠ কর নাই?"

গ্র্যাণ্ডডিউক উত্তর করিলেন—"হাঁ পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। প্রটোনপক্ষের সহিত রাস্‌পুটিনের গলাগলি ভাব। আপনি যদি ইহাদের বিতাড়িত না করেন—তবে আমি বলিতে পারি—রোমানফ্‌ রাজবংশের পতনের আর বেশী দিন নাই।"

সম্রাট একটু চিন্তা করিলেন—তারপরে বলিলেন—"আচ্ছা আমি সেন্সরের উপরে আদেশ দিব যে, ভবিষ্যতে রাস্‌পুটিন প্রটোনপক্ষের নাম প্রকাশ্যে প্রচারিত না হয়।

গ্র্যাণ্ডডিউকের সতর্কতার বাণীর এই সামান্য ফল হইল! নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না—এই মাত্র।

রাস্‌পুটিন মানুষের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। তাঁর স্বার্থের সম্মুখে যে আসিয়াছে—তার ঈপ্সিত কার্য্যের যে এতটুকু বাধা জন্মাইয়াছে, যার সততার উপরে রাস্‌পুটিনের এতটুকু সন্দেহ হইয়াছে—তাহাকে তৎক্ষণাৎ তদ্দণ্ডেই হত্যা করা হইয়াছে। রাস্‌পুটিন ইহার জন্য এতটুকু কৃপা বা দাক্ষিণ্য দেখায় নাই।

যে সমস্ত মহিলারা রাস্‌পুটিনের কবলে পড়িয়া-

ছিলেন—তাহাদের পিতা বা স্বামী বা আত্মীয় স্বজনেরা এবং একদল দেশপ্রেমিক যুবকের দল দেশের এই দুর্বিব-পাকে রাস্‌পুটিনের ধ্বংশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ভিলিয়েফ নামে জনৈক রাজ কর্ম্মচারী রাস্‌পুটিনের ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি সাইবেরিয়ায় রাস্‌পুটিনের দেশে যাইয়া তার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রাস্‌-পুটিন এই সংবাদ পাইলেন—পাইয়া সাবধান হইলেন। একদিন ভিলিয়েফকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন—ভিলিয়েফ মনে করিলেন এই সুযোগে রাস্‌পুটিন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিবেন—এই ভাবিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রাস্‌পুটিন ভিলিয়েফ এবং রাস্‌পুটিনের অনুচর কারলফ আহারে বসিলেন। আহারে বসিয়া রাস্‌পুটিন ভিলিয়েফকে বলিল যে, তোমার পদোন্নতি আমরা করিয়া দিব; তুমি আমার বিরুদ্ধে যে দল গঠন করিয়াছ তাহাদের নাম প্রাসাদরক্ষী পুলিসের কাছে বলিয়া দাও। ইহা ছাড়া তোমাকে নগদ ৫ হাজার রুবল দেওয়া হইবে।”

দেশপ্রাণ ভিলিয়েফ এই অপমানজনক কথা শুনিয়া

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতক, তুমি অর্থ দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিবে? আমি তোমার সমস্ত তথ্য বাহিরে প্রচার করিয়া দিব।"

আর কোনও তর্ক না করিয়া রাস্‌পুটিন পিছন দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া ভিলিয়েফকে রিভলবারের গুলিতে তখনই হত্যা করিল। পরদিন প্রভাতে ভিলিয়েফের মৃতদেহ বরফের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। ভিলিয়েফের বন্ধুগণ যাহারা জানিতেন যে ভিলিয়েফ গতরাত্রে রাস্‌পুটিনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল তাহারা পুলিশে খবর দিতে গেলেন। কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেই রাস্‌পুটিন পুলিশের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সম্রাটের আদেশে এই গুপ্ত হত্যার কোন তথ্য প্রকাশিত হইল না। অন্ধ সম্রাট এই নরকের কীটের কবলে পড়িয়া মনুষ্যত্ব হারাইলেন।

আর একবার রুসিন নামে একব্যক্তি রাস্‌পুটিনকে একজন সুইডেন দেশীয় জার্ম্মাণ গোয়েন্দার সহিত আলাপ করিতে দেখেন; এবং উভয়ের মধ্যে যে কথা-বার্ত্তা হয় তাহা শুনিতে পান। রাস্‌পুটিনের কেমন সন্দেহ হইল যে কেহ তাহাদের কথা শুনিয়াছে। উক্ত জার্ম্মাণ গোয়েন্দা রাস্‌পুটিনের জন্য অর্থ ও দরকারী

কাগজপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ গোয়েন্দা চলিয়া গেল—রাস্‌পুটিন একবোতল ভড্‌কা এমন স্থানে রাখিলেন যাহা রুসিন-এর চোখে পড়ে। আধঘণ্টা পরে রাস্‌পুটিনের একজন চাকর সেই মদ এক গ্লাস পান করে ; এবং অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া মারা যায়। রাস্‌পুটিন সেই চাকর বেচারার যন্ত্রণার মধ্যে আসিয়া দেখিয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। বেচারা মরিয়া গেল !

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রাজঅট্টালিকার সন্নিকটে রাস্‌পুটিনের গৃহে একমাত্র ১৯১৬ সালে প্রায় ২০।২৫ জন লোক রাস্‌পুটিনের সহিত দেখা করিতে আসিয়া আর ফিরিয়া যায় নাই।

এই সময়ে রাস্‌পুটিনের ক্ষমতা চরমে উঠিল। রাস্‌পুটিনের সহায়তা পাইয়া জার্ম্মাণীর ভরসা হইল যে রুষিয়াকে সে চূর্ণ করিতে পারিবে। রাস্‌পুটিনও এই সময়ে তাহার কামনার ধর্ম্মের প্রচারে জোর মনোনিবেশ করিল। শুধু পেট্রোগ্রাডে নহে—রুষিয়ার সমস্ত বড় বড় জায়গায় এই পাপ কেন্দ্র-সমূহের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। রুষিয়ায় একটা পিশাচের জয় গান আরম্ভ হইল—পুষ্প ফেলিয়া কর্দ্দম লইয়া খেলা করিতে লাগিল !

একদিন রাস্‌পুটিনকে বড়ই শাস্তিভোগ করিতে হয়। সেদিন এক ধনী মহিলার বাড়ীতে নূতন শিষ্যা সংগ্রহ ব্যাপার চলিতেছিল। জনৈক কর্ম্মচারীর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সেই দিন দীক্ষা লইবার কথা ছিল। কর্ম্মচারীটি উহা জানিতে পারিয়া তিনজন গুণ্ডা কসাককে ভাড়া করিয়া আনিয়া রাস্‌পুটিনের বাড়ীর কাছে লুকাইয়া রাখিল। রাস্‌পুটিন সন্ধ্যার সময় বাহির হইবামাত্র গুণ্ডারা তাহাকে ধরিয়া একটা ছোট গলির মধ্যে লইয়া যাইয়া তাহার জামা জুতা ছিঁড়িয়া —বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া আবর্জ্জনার গাদায় তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে। রাস্‌পুটিন ছিন্ন ও কর্দ্দমাক্ত কাপড় চোপড় প্যাকিং বাক্সে করিয়া রাজপ্রাসাদে সম্রাজ্ঞীর নিকট পাঠাইয়া দিল। দেবতার এই অপমানে রাণী যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধা হইয়া এই ব্যাপারের তদারক করিতে আদেশ দিলেন কিন্তু কোন হদিস্‌ মিলিল না।

রাস্‌পুটিনের এই সমস্ত পাপকর্ম্মের তদন্তের জন্য রুষিয়ার ধর্ম্মযাজকগণ পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তদন্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। জার্ম্মাণ-অর্থে পরিপুষ্ট রাস্‌পুটিন সর্ব্বত্র অসংখ্য চর রাখিয়াছিল। কাজেই

কোথায় কখন কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে—তাহা জানিতে তাহার বিলম্ব হইত না। এই সংবাদ পাইয়া রাস্‌পুটিন পুনরায় সেই প্রস্থান করিবার অভিনয় করে। সম্রাজ্ঞীকে বলিল—আমি আর এখানে থাকিব না—তোমার ধর্ম্মযাজকেরা আমার উন্নতিতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহাদের লইয়াই থাক—আমি যাই।"

পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্রাজ্ঞী সম্রাটকে যাইয়া ধরিলেন—কহিলেন "সম্রাট ধর্ম্মযাজকদের শিক্ষা না দিলে চলিতেছে না। যাহারা আমাদের শত্রু তাহাদের বিতাড়িত করুন—আমাদের বন্ধুদের ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত করুন।

সম্রাট কহিলেন—"তথাস্তু।"

সাম্রাজ্যের ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মযাজকদিগকে বরখাস্ত করা হইল—তাহার পরিবর্ত্তে মাতাল ও রাস্‌পুটিনের জার্ম্মাণ অনুচরেরা সেই সমস্ত সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হইল। রাস্‌পুটিনের বন্ধু বিশপ টেওফান হইলেন সকলের কর্ত্তা।

রুষ জাতিকে যুদ্ধের অপ্রয়োজনীয়তা ও জার্ম্মাণ জাতির অপরাজেয়তা বুঝাইবার জন্য রাস্‌পুটিন যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকজন সেনাপতিকে অসংখ্য অর্থদানে

বশীভূত করিয়া যাহাতে রুষসৈন্য আর জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ না করে তাহার ব্যবস্থা করে। ইহাতে ১০।১২টি স্থলে রুষ সৈন্যদল হারিয়া গেল—এবং পিছনে হঠিল। রাস্‌পুটিন প্রচার করাইল যে, জার্ম্মাণ জাতি অজেয়। সুতরাং জার্ম্মাণীর সঙ্গে অবিলম্বে পৃথক সন্ধি করিয়া রুষিয়াকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

রাস্‌পুটিনের পৈশাচিকতার তুলনা হয় না।

রুষ সেনাপতি জেনারেল ম্যালোভাস্কি ও জেনারেল রোসেন ওয়ারসতে রুষ সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন। রাস্‌পুটিনের একজন সুন্দরী ফরাসী শিষ্যাণী ছিল। রাস্‌পুটিন এই সুন্দরীকে ওয়ার্সায় পাঠায়। সে অর্থের দ্বারা জেনারেলদ্বয়কে বশীভূত করিয়া স্থির করিলেন যে রুষিয়ান সৈন্যগণ নোভো জার্জ্জিভিচ্ প্রদেশ হইতে পিছনে চলিয়া আসিবে তাহার ব্যবস্থা করে।

তাহাই হইল—রুষ সৈন্য পলায়ন করিল—বহু কামান, বন্দুক ও মোটর লরী জার্ম্মাণীর হস্তগত হইল।

কার্য্যসিদ্ধি হইয়া গেলে রাস্‌পুটিন গোপনে এই দুইজন রুষ বিশ্বাসঘাতকের নাম প্রকাশ করিয়া দিল। সামারায় ইহাদের সামরিক আইনে বিচার

হইয়া গেল। বন্দী সেনাপতিরা ফরাসী রমণীর নাম প্রকাশ করিয়া দিল। ফরাসী সুন্দরীও ধরা পড়িলেন। সুন্দরী আর উপায় না দেখিয়া রাস্‌পুটিনের নাম প্রকাশ করিল। কিন্তু রাস্‌পুটিনকে কে অবিশ্বাস করিবে? কে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে? স্বয়ং সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যার বন্ধু—সে কি অবিশ্বাসী হইতে পারে? রাস্‌পুটিন তার শিষ্যার পক্ষ লইল না—উপরন্তু সামরিক বিচারের সভাপতিকে গোপনে বলিয়া দিল যে, মেয়েটি জার্ম্মাণীর গোয়েন্দা বলিয়া দরবারে জানা আছে। সুতরাং সামরিক আইনে তিনজনই দোষী সাব্যস্ত হইল—

সামারার ব্যারাক স্কোয়ারে একদিন প্রাতঃকালে শব্দ হইল গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!—বিশ্বাসঘাতকদের দেহ মাটিতে লুটাইল!!

আট

রুষিয়ার গৃহে শত্রু, বাহিরে শত্রু—রুষিয়ার জয় হইবে কেমন করিয়া? বিগত মহাযুদ্ধে যত ঘটনা ঘটিয়াছে তার মধ্যে জার্ম্মাণ সম্রাটের গোয়েন্দা বিভাগের কার্য্য বড়ই চমকপ্রদ। পৃথিবীতে এমন সুন্দর গোয়েন্দা বিভাগ তখন আর ছিল না। এই গোয়েন্দা বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন ষ্টাইনহায়ার। জার্ম্মাণ গোয়েন্দা বিভাগে তার নাম ছিল—৭০ নম্বর।

সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায় যে, ষ্টাইনহায়ার মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে চারিবার পেট্রোগ্রাডে রাস্‌পুটিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে ষ্টাইনহায়ারের বহু অনুচর রাস্‌পুটিনের সহিত প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ করিত।

১৯১৬ সালের আগষ্ট মাসে একটি সুন্দরী তরুণী ওলন্দাজ মহিলা পেট্রোগ্রাডে আসেন। স্বয়ং কাইজার এই মহিলাটিকে রাস্‌পুটিন ও রুষ সম্রাজ্ঞীর নিকট প্রেরণ করেন।

সম্রাট নিকোলাস তখন রাজধানীতে ছিলেন না। রাজার অনুপস্থিতিতে রাস্‌পুটিনই রাজ্য শাসন করিত এবং কর্ম্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্তের কাগজে সহি

করিত। এই সর্ব্বশক্তিমান পিশাচ রুষসাম্রাজ্যকে দিনের পর দিন সর্ব্বনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল! জার্ম্মাণী এই শক্তিমান পুরুষের সাহায্য পাইয়া দিনের পর দিন ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র রুষিয়ায় বিস্তার করিতেছিল। জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান ইচ্ছা যে রুষিয়ার আত্মরক্ষার শক্তি নিপাত যাউক।

কাইজারের উক্ত দূত সম্রাজ্ঞীর সহিত ও রাস্‌পুটিনের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের হাতে কাইজারের দুইখানি পত্র দিলেন। রাস্‌পুটিনকে কাইজার যে পত্রখানা দিয়াছিলেন তাহা বিপ্লবীগণ রাস্‌পুটিনের বাসস্থান হইতে উদ্ধার করে। তাহাতে কাইজার লিখিয়াছিলেন যে—

"হের ষ্টাইনহায়ারের মারফৎ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা জানিতে পারিলাম। ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি অনেক করিয়াছ বটে কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। তুমি ও তোমার বন্ধুবর্গের দেখা উচিত যেন রুষিয়ার গোলা-বারুদ সাজসরঞ্জামের বহর ক্রমশঃই কমিতে থাকে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে উক্ত দ্রব্যের জন্য রুষিয়া ইংলণ্ডে অর্ডার দিয়াছে; যে সময়ে উক্ত দ্রব্য সকল

রুষিয়ায় যাইবে সেই সময় আমাদের জানাইবে। আমরা ফিনল্যাণ্ডের উপকূলে থাকিয়া উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিব। রেলওয়ে দুর্ঘটনা, গোলা-বারুদের কারখানার দুর্ঘটনা প্রভৃতি বৃদ্ধি করিতে হইবে। অদ্য ষ্টাইনহায়ার ছয়জন বিশ্বাসী গোয়েন্দা তোমাদের সাহায্যের জন্য পাঠাইলেন। তুমি ও তোমার বন্ধুরা তাহাদের সরকারী ভাবে রক্ষা করিবে—এবং তাহাদের কাজ করিবার জন্য সুযোগ দান করিবে।...... আমার অভিলাষ এই যে, তোমার সহিত যে বৃত্তির কথা স্থির হইয়াছিল এখন হইতে তুমি তাহার দ্বিগুণ টাকা পাইবে। ইতি উইলহেলম।”

এর চেয়ে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র আর কি হইতে পারে? একদিকে বিরাট জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অগণিত অর্থ ও উপদেশ অন্যদিকে রুষিয়ার প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমার, প্রটো-নপফ—ও রাস্‌পুটিনের সহায়তায় সম্রাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রার অপূর্ব্ব সংযোগ! রুষিয়া ধ্বংস হইবে না তবে কোন দেশ ধ্বংস হইবে?

ইহার পরেই রুষিয়ার নানা স্থানে বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। পেট্রোগ্রাডে ও মস্কোতে ক্রমান্বয়ে ৪টি, ওকস্‌ট্রোভনাতে ১টি কারখানা পুড়িয়া গেল—ইহাতে

অজস্র অর্থ ও প্রাণনাশ হইল। সৈন্য বোঝাই ট্রেণগুলি লাইনচ্যুত হইতে লাগিল—কত লোক মারা গেল—দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল—কাইজারের গোয়েন্দারা সঠিক ভাবেই কাজ করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পুলিশের কোন ক্ষমতা নাই—কে যে কেমন করিয়া এই সমস্ত ঘটাইতেছে পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিয়াও ধরিতে পারিতেছেনা।

একদিন গভীর রাত্রে রাস্‌পুটিন তার বাসকক্ষে প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমার ও দুইটি মহিলার সহিত রহস্যালাপ করিতেছিল। এমন সময়ে একটি সংবাদ লইয়া রাস্‌পুটিনের ভৃত্য তাহার হাতে এক টুকরা কাগজ দিল, কাগজ পড়িয়া রাস্‌পুটিনের মুখ সাদা হইয়া গেল—

'ভয়ানক বিপদ!'...

প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমার কহিলেন, "কি ধিপদ রাস্‌পুটিন ?"

"লেচিস্কি ধরা পড়িয়াছে।" লেচেস্কি মন্ত্রী গোচকফের সহকারী।

"লেচিস্কি? বড়ই বিপদের কথা ত'!"

রাস্‌পুটিন কহিল—"হাঁ, গোলাবারুদের মন্ত্রী গোচকফ তাহার বিরুদ্ধে ৯০ হাজার রুবল চুরির অভিযোগ আনিয়াছেন।"

"হতভাগা গোচকফ্‌! কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু প্রটোনপফের ত' কোন হাত দেখিতেছিনা! কি উপায়?" প্রধান মন্ত্রী বসিয়া পড়িলেন।

উপস্থিত মহিলাদের একজন কহিলেন, "ব্যাপার কি খুবই গুরুতর?" রাস্‌পুটিন কহিল, "নিশ্চয়। যদি লেচিস্কির বিচার হয় এবং আমরা যদি তাহাকে সাহায্য না করি তবে সে আমাদের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। সে আমার কাছে এই গুপ্ত সংবাদ পাঠাইয়াছে। সে লিখিয়াছে যে তাহাকে মুক্ত করা আমার কর্ত্তব্য। তার কাছে আমাদের অনেক কাগজ-পত্র রহিয়াছে।"

ষ্টুমার কহিলেন—"না, তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না।" রাস্‌পুটিন একজন মহিলাকে বলিল—"তুমি কাল সকালে আমার নিকট হইতে ৯০ হাজার রুবল লইয়া মন্ত্রী গোচকফের নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে যে লেচিস্কি আমার আত্মীয়, তাহাকে মুক্তি দাও।"

ষ্টুমার কহিল—"হাঁ ঠিক হইয়াছে। গ্রেগরি,—তোমার মাথা কি খাসা!"

রাস্‌পুটিন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল—তখন রাত্রি

আরও গভীর হইয়াছে ! ষ্টুমারকে লইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে চলিল—সমস্ত প্রাসাদ সুপ্তিমগ্ন—দ্বারে দ্বারে সতর্ক প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। প্রধান মন্ত্রী ও রাস্‌পুটিনকে একত্র দেখিয়া কেহ কোন শব্দ করিল না। দুই ষড়যন্ত্রকারী দ্রুত পদক্ষেপে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এত গভীর রাত্রে একমাত্র জারের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাত্রি জাগিয়া উপন্যাস পড়িতেছিলেন। রাস্‌পুটিন রাজকন্যাকে ডাকিলেন। রাজকন্যা সম্রাজ্ঞীকে যাইয়া খবর দিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে সম্রাজ্ঞী অলস নয়নে সেই কক্ষে আসিলেন। রাস্‌পুটিন সম্রাজ্ঞীকে বিস্তারিত সমস্ত কথা বলিয়া বলিল যে, লেচিস্কির মুক্তি না হইলে সম্রাজ্ঞীকেও ডুবিতে হইবে।

রাণী কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "তবে উপায় ? আমি কি করিতে পারি ?" ভয়ে রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল।

রাস্‌পুটিনের পরামর্শে রাণী তৎক্ষণাৎ সম্রাটের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন।

"রাজ্যের টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে সহকারী মন্ত্রী লেচিস্কিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমাদের শান্তির জন্য তার বিচার অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে বিপদ

হইতে পারে। তুমি ফিরিয়া আসিলে আমি সমস্ত বুঝাইয়া দিব। উহার মুক্তির জন্য অবিলম্বে টেলিগ্রাফ কর। —আলেক।"

পরদিন বেলা দুইটার সময় উত্তর আসিল সম্রাট লিখিয়াছেন—

"চৌর্য্য অপরাধে যে অপরাধী তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে আমাদের যে কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহা আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না। তবুও তোমার সন্তোষের জন্য আমি তাহাকে মুক্তি দিলাম ও তাহার বিচার উঠাইয়া নিতে আদেশ করিলাম।—নিকি।"

সম্রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ রাস্‌পুটিনকে খবর দিলেন ও সম্রাটের নিকট তাঁহার অশেষ করুণা ও সুবিচারের প্রশংসা করিয়া আর একখানা টেলিগ্রাম করিলেন। রাস্‌পুটিন সংবাদ পাইয়া পররাষ্ট্রসচিবের দপ্তরে প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমারকে ফোণ করিয়া জানাইল—এবং এই অপ্রত্যাশিত জয়ের আনন্দে উভয়ে টেলিফোণে প্রাণ ভরিয়া হাস্য করিলেন!···

"ধর্ম্মের ঢাকের" প্রথম ধ্বনি শুনিয়া সম্রাজ্ঞী বুঝি শিহরিয়া উঠিলেন!

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে রুষসৈন্যগণ জয়লাভ করিতে

লাগিল। বিচক্ষণ বীর সেনাপতি ব্রুসিলফের নেতৃত্বে রুষবাহিনী দিনের পর দিন জার্ম্মাণগণকে পরাজিত ও মথিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষের হীন ষড়যন্ত্র তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই তিন মাসের মধ্যে জেনারেল ব্রুসিলফ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ অষ্ট্রিয়ান ও জার্ম্মাণকে বন্দী করিলেন—বহু বন্দুক ও কামান হস্তগত করিলেন। এই জয়লাভ দেখিয়া বার্লিনের রণদেবতা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। হায়—এত আয়োজন সব যে পণ্ড হইয়া যায়। কাইজার এই সময়ে আরও নূতন ফন্দী স্থির করিলেন। রাস্‌পুটিনের গৃহে প্রাপ্ত একখানি বিস্তৃত পত্রে সেই ষড়যন্ত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কাইজারের বা রাস্‌পুটিনের সমস্ত পত্রই সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত। কিন্তু রাস্‌পুটিন এই পত্রখানি সাঙ্কেতিক ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া সেই অনুবাদের নকলও তাহার গৃহে রাখিয়া দিয়াছিল। বিপ্লবের পরে উহা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। পত্রখানি কাইজারের প্রধান গোয়েন্দা ষ্টাইনহায়ার কর্ত্তৃক লিখিত—

"গত জুলাই মাসে তুমি আমাদের আশা দিয়াছিলে যে, রুষিয়ার অগ্রগতি তুমি রোধ করিয়া

কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির (অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণী) জয়লাভে সাহায্য করিবে ; কিন্তু তুমি সে কথা রাখিতে পারিতেছ না। তোমাদের কি হইয়াছে ? "এস্" (রুষিয়ার প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমার) প্রকাশ্যে বক্তৃতায় রুষদিগকে জয়লাভের জন্য উত্তেজিত করিতেছে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এস্কুইথের নিকটে জয়লাভের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় টেলিগ্রাম করিতে নিষেধ করিয়া দিও। এই সমস্ত টেলিগ্রাম পাইলে মিত্রশক্তি উৎসাহিত হয়। রুষিয়ার এই অগ্রগতি রোধ করিতেই হইবে। উপরন্তু, ভলোগ্দা ও বোলোগয়ার গোলা-বারুদের কারখানা দুইটি আমরা ধ্বংস করিতে বলিয়া-ছিলাম—তাহা এখনও শেষ করিতে পার নাই। আমরা জানি "কে" (কারজফ নামে একজন ঘড়ি মেরামতকারী —সে ভাইবুরগের বারুদের কারখানা উড়াইয়া দিয়াছিল এবং উহাতে ৪০০ শত রুষ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল) যে, আমাদের জন্য অনেক ভাল কাজ করিয়াছিল—সে নাকি গ্রেপ্তার হইয়া নিহত হইয়াছে এবং তাহার সহিত "আর" ও (ম্যাডাময়েল রিভোস্কি—ইহার পিতা ষড়যন্ত্র-কারী মন্ত্রী প্রটোপনফএর অধীনে কার্য্য করিতেন) নাকি নিহত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি

যে, তুমি উক্ত দুইজনকে পুলিশে ধরাইয়া দিয়াছ—কারণ উভয়ের মধ্যে ভাব হইয়াছিল এবং তাহারা আমাদের গুপ্ত কথা প্রচার করিয়া দিতে পারিত।"

এই দীর্ঘ পত্রখানির শেষে রাস্‌পুটিনের প্রতি ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া আছে। তাহা এই—

"নিকোলাস মেডারএর উপর ভলোগদা ও বোলোগয়ার কারখানা ধ্বংস করিবার ভার অর্পণ করিবে। ভোলকোভোর নিবাসী ম্যাডাম ফ্লেয়ারকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করিবে। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেককে ছয় হাজার রুবল পুরস্কার দিবে।

"রুষিয়ার অগ্রগমন রোধ করিতে যেহেতু তুমি বারবার অকৃতকার্য্য হইতেছে—সেইজন্য তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, অন্যান্য স্থানে যে ভাবে শত্রুকে নিপাত করিতে হয়—সেই ভাবে রুষ সেনাপতি জেনারেল ক্রুসিলফকে হত্যা করিবে। কাজান নামক স্থানের ডাক্তার ক্লুফের নিকট লোক পাঠাইবে। তাহার নিকট একটি "টিউব" চাহিয়া আনিবে। (টিউব অর্থ—ধনুষ্টঙ্কার রোগের বীজাণুসম্বলিত কাচের টিউব!)। ডাক্তার চাহিলেই বুঝিতে পারিবে। টিউবে সংরক্ষিত

পদার্থ যে কোন পানীয় জলে মিশ্রিত করিয়া খাইলেই ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইবে—এবং অতি শীঘ্র মৃত্যু হইবে। ডাক্তার ক্লুফ জার্ম্মাণ—তাহাকে তুমি বিশ্বাস করিতে পার।”

ষ্টাইনহায়েরের সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি অসাধারণ—ষড়যন্ত্রের অতি খুঁটিনাটি সংবাদ কি রকম নিখুঁত ভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ইহার পরের লাইন পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন—

“সেনাপতি ক্রুসিলফের একটি ভৃত্য আছে—তার নাম আইভান সভিচ্‌—১১৭ তম পদাতিক রেজিমেণ্টের সৈনিক বরিস্‌ কোলচাকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। কোলচাক ৫ বৎসর জার্ম্মাণীতে আমাদের কাজ করিয়াছে তাহাকে তাহার বন্ধুর সহিত দেখা করিতে আদেশ করিবে—এবং সে যাহাতে ছুটী পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। টিউবটি সে লইয়া যাইয়া সভিচ্‌কে দিবে। এবং যাহাতে ক্রুসিলফের পানীয়ের সহিত উহা মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সে করিবে। ক্রুসিলফের চাকর সভিচএর সহিত কোলচাকের দেখা করিবার অসুবিধা হইবে না—কারণ সভিচ কোলচাকের ভগিনীকে বিবাহ করিবার

কথাবার্ত্তা চালাইয়াছে। এই কার্য্য শেষ হইলে তুমি ২৫ হাজার রুবল পুরষ্কার পাইবে। কিন্তু সাবধান—কোলচাকের ভগিনীর সহিত মেরিয়া উস্‌ট্রেলক নামক একটি লোকের মন কসাকসি আছে—সে যেন টের না পায়।"

কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! ইহাই শেষ নহে—পত্রে আরও আছে—

"গত মার্চ্চ মাসে পুলট্‌স্কে জেনারেল জুকোভেস্কিকে যে ভাবে সরান হইয়াছে—সেইভাবে জেনারেল কর্ণিলফকেও বোমার আকস্মিক বিস্ফোরণে নিহত করিতে হইবে। এই কার্য্য সপ্তদশ এনেভিয়ার্স সৈন্য দলের পল কিজিটকির হস্তে ন্যস্ত করিবে। সে সংবাদ বহন করে—এবং সকল সময় প্রধান শিবিরে থাকে। সে একটি বোমা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকিবে এবং হঠাৎ আকস্মিকতার ভাণ দেখাইয়া বোমার "পিন্" উড়াইয়া দিবে। এই কার্য্যের জন্য তুমি তাহাকে ১৮ হাজার রুবল পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতে পার।"

এই সময়ে জার্ম্মাণ অনুচর মেলেনফ ও লেভিস্কি এবং এরিক নামে একজন নারী ভিটেরস্ক নামক স্থানের

এক হোটেলে ধরা পড়ে। ষ্টাইনহায়ার সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—

"তুমি সম্রাটের নিকট যাইয়া ইহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করিবে। ইহাদের নিকট যে কাগজপত্র আছে তাহা শত্রুপক্ষের হস্তগত হইলে "এস্" (প্রধানমন্ত্রী ষ্টুমার) ও "ভি" (রাস্‌পুটিনের প্রেমিকা ও সম্রাজ্ঞীর বিশ্বস্তা সখী ভিরুবোভা) বিপন্ন হইবে। ইহাও মনে রাখিবে যে, তাহাদের বিচার যেন উঠাইয়া লওয়া হয় এবং যাহারা এই গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহাদিগকে বরখাস্ত করাইবে। এই কার্য্যের জন্য তোমাকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।—ইতি "এস্"—৭০ নম্বর"

প্রভুর নিকট হইতে উপদেশ লইয়া রাস্‌পুটিন উৎসাহ সহকারে কার্য্যে ব্রতী হইল। প্রথমে রাস্‌-পুটিন সম্রাট সকাশে যায়। সম্রাট সে সময়ে তার নিজ কক্ষে লেখাপড়া করিতেছিলেন।

রাস্‌পুটিন বলিল—"বন্ধু, দেশবাসী সকলে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভিটেরস্ক নামক স্থানের সরকারী কর্ম্মচারীরা তোমার নামে অন্যায় কার্য্য করিতেছে। তাহারা দুইটি দরিদ্র পুরুষ ও একটি দরিদ্র নারীকে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী

হইয়া অনর্থক গ্রেপ্তার করিয়াছে। আজ ভগবানের অসীম করুণা রুষিয়ার উপর বর্ষিত হইয়াছে—তাই বীর ব্রুসিলফের চেষ্টায় রুষিয়া জয় লাভ করিতেছে। কিন্তু যদি রাজ্য মধ্যে কাহাকেও অন্যায় ভাবে অত্যাচার করা হয়—তবে ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ আমরা হারাইয়া ফেলিব।”

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হইয়াছে?”

রাস্‌পুটিন তখন সবিস্তারে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিন্দা করিয়া বিশেষতঃ উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তার নামে বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া সম্রাটের মন বিষাক্ত করিয়া দিল। বলিল—“বন্ধু, এই শাসনকর্ত্তাকে অবিলম্বে পদচ্যুত কর আর সেই নির্দ্দোষী লোকদের মুক্তি দাও। রাজ্যে অন্যায় কার্য্য সাধিত হইলে আমরা কখনই জয়লাভ করিতে পারিব না।”

তাহাই হইল—সম্রাট নিকোলাস পুতুলের মত রাস্‌পুটিনের পরামর্শকে বেদবাক্য মনে করিলেন। নির্দ্দোষী শাসনকর্ত্তা পদচ্যুত হইলেন—দোষী মুক্তি পাইল।

রুষিয়ার পতন কে রক্ষা করিবে? ...রুষিয়া আজ কাইজারের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে! কাইজারের

উপদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। চিঠিপত্রের আদান প্রদান কমিয়া গেল—সৈন্যগণ রসদ পায় ত’ বন্দুক পায় না—বন্দুক পাইলে গোলাবারুদ ফুরাইয়া যায়! ...রুষিয়ার সৈন্যদলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কাইজারের আদেশ মত পনর দিনের মধ্যে রুষিয়ার প্রধান সেনাপতি ক্রুসিলফের প্রাণসংহারের চেষ্টা হইল। যুদ্ধসীমান্ত হইতে সেনাপতি সমরসচিবের সহিত দেখা করিতে স্পেশাল ট্রেণে আসিতে-ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সেই ট্রেণের মধ্যেই ক্রুসিলফের পানীয় কফির সহিত তীব্র ধনুষ্টঙ্কারের বীজাণু মিশাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ভগবান যাকে রক্ষা করেন —তাকে কে মারিতে পারে? ক্রুসিলফ সেই পানীয় গ্রহণ করেন নাই—তাঁর অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী মেজর ডোবরোভোলস্‌কী তাহার পরিবর্ত্তে উহা গ্রহণ করিয়া চারদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মারা যান। জেনারেল ক্রুসিলফ জার্ম্মাণীর এই বিরাট ষড়যন্ত্রের কথা বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

ইহার দশ দিন পরে পূর্ব্বকথিত মত জেনারেল কর্ণিলফের প্রাণসংহার করিবার জন্য চেষ্টা হইল।

জেনারেল শিবিরের নিকট দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। একটি সৈনিক সেখানে দাঁড়াইয়া একটি বোমা পরীক্ষা করিতেছিল। সেই সময়ে তাহার সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। হঠাৎ বোমা ফাটিয়া যায় এবং জেনারেলের ঘোড়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জেনারেল কর্ণিলফ বাঁচিয়া যান। ঘটনাটি নেহাৎ দৈবদুর্ব্বিপাক বলিয়াই সকলের মনে হইল—এবং এই ব্যাপার লইয়া কোন উচ্চবাচ্য আর কেহ করে নাই।

এত ষড়যন্ত্র...তথাপি যুদ্ধসীমান্ত হইতে রুষিয়ার জয়ের সংবাদ নিত্য বহন করিয়া আনে...রাস্‌পুটিন ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল!

পৈশাচিকতার শেষ নাই।

বারবার ব্যর্থতায় কাইজারের আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাইল।...তিনি রাস্‌পুটিনকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, এইরূপ ব্যর্থতা তিনি কোন দিন ক্ষমা করিবেন না। কাইজার আরও জানাইলেন যে, রাস্‌পুটিন তার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে করিতেছে না। আরও ভীষণতর ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হইল...কাইজার ক্রোধে অন্ধ হইলেন।

রাস্‌পুটিনের নিকটে আদেশ প্রেরিত হইল—

"মস্কৌ, কাজান, খারকও, ওডেমা ও অন্যান্য সহরে ও প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আনিতে হইবে। ইহার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিয়ামক (Food Controller) বিরিলেফকে পদচ্যুত করাইবে—এবং আমাদের একজন অনুচরকে সেই পদে বসাইবে। সমগ্র দেশে খাদ্যদ্রব্যের অনটন হইলে লোকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। তাহা হইলে জার্ম্মাণীর কৃতকার্য্যতার পক্ষে সুবিধা হইবে। এই বিষয় আমরা স্থির করিয়াছি। ইহা ব্যতীত দেশের মধ্যে কলেরার বীজ ছড়াইয়া মহামারী আনিতে হইবে। রাজধানীতে ইহা করিবে না। কারণ সেখানে তোমরা এবং রাজপরিবার রহিয়াছে। ...আমরা যেমন করিয়াই হৌক রুষ সীমান্তের যুদ্ধ শেষ করিতে চাই। রুষ সীমান্ত হইতে সৈন্যদল সরাইয়া লইয়া পশ্চিম সীমান্তে লইয়া যাইব। ...আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি—যদি দুর্ভিক্ষ ও কলেরা লাগাইয়া দিতে পার তবে তোমার টাকার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিব।"

রাস্‌পুটিনের কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত এই পত্র কাইজারের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হার ষ্টাইনহারের লেখা। ইহা গল্প নয়—সত্য। এবং সত্য সত্যই রুষিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের

অনটন ঘটিয়াছিল এবং সত্য সত্যই কলেরার আক্রমণে রুষিয়ার বহু নরনারী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার ভিতরে কি তথ্য নিহিত ছিল তাহা তখন প্রকাশিত হয় নাই।

রাস্‌পুটিন এই পত্র সম্রাজ্ঞীকে দেখাইলেন।..... সম্রাজ্ঞী ইহাতে সম্মতি দিলেন। রাস্‌পুটিন বুঝাইলেন যে, দুর্ভিক্ষে ও কলেরায় লোকে পীড়িত হইয়া পড়িলে রুষিয়া আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না—জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—নিরীহ প্রজাকুল বিনাদোষে প্রাণ হারাইবে—ষড়যন্ত্রের জন্য তাহারা আহার পাইবে না—তুমি কি দেশের রাণী? তুমি কি তাহা সহ্য করিবে?...রুষ সম্রাজ্ঞীর জার্ম্মাণ প্রীতিই রুষিয়ার সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিয়াছে!

...কি কঠোর প্রাণ...আর ইহার কি পরিণাম...

সম্রাজ্ঞী তাহা কি একবার চিন্তা করিয়াছিলেন? ... পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগে এ কি নারকীয় নাটকের অভিনয়?

পূর্ব্ব আয়োজন মত জার্ম্মেণী হইতে ১২৬ ঝুড়ি আপেল পার্শ্বেল হইয়া আসিল। রুষিয়ার সর্ব্বত্র রাস্‌পুটিনের ফলওয়ালা ব্যবসাদার ঠিক করিয়া রাখা

হইয়াছিল। ফলের মধ্যে কলেরার বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত মালের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফোর্ট বিজ্ঞানাগার হইতে একজন জার্ম্মাণ জীবাণু-তত্ত্ববিদ তদারক করিতে আসিলেন। যুদ্ধের সময় মাল জার্ম্মাণী হইতে রুষিয়ায় আসিতে কোন কষ্ট হইল না—কারণ আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার মন্ত্রী প্রটোনপফ এই ষড়যন্ত্রের একজন পাণ্ডা। ফলগুলি নানা স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। বড় বড় হাঁসপাতালে ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে আপেলগুলি বিলাইয়া দেওয়া হইল।

দিনের পর দিন যায়—২১ দিন অতীত হইয়া গেল কৈ কলেরা ত' লাগে না! ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ শুকাইয়া গেল। দুই এক জায়গা হইতে দুই একটা কলেরার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গেল—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! ব্যাপার কি! —জার্ম্মাণ জীবাণুতত্ত্ববিদ দেখিয়া শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—ফলগুলি আসিতে বিলম্ব হওয়াতে পচিয়া গিয়াছিল তাই মানুষের অখাদ্য হইয়া গিয়াছে এবং কলেরার জীবাণু কোন কাজ করিতে পারে নাই।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

রাস্‌পুটিন বার্লিনে চলিল—কাইজারের সহিত

গুপ্ত পরামর্শ করিতে। ওলন্দাজ কৃষকের পরিচ্ছদ পড়িয়া রাস্‌পুটিন নির্ব্বিঘ্নে বার্লিন পৌঁছিল। সেখানে রাস্‌পুটিন কাইজারের সঙ্গে দেখা করে। এবং রুষিয়াকে নাগপাশে আরও দৃঢ়রূপ বাঁধিবার আয়োজন করা হয়।

আর কত সহ্য হয়—আর কত ধৈর্য্যের সীমা থাকে? এই অত্যাচার—এই ষড়যন্ত্র—দেশের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ—মানুষের আর কত শক্তি থাকে? দেশের লোকের মনে অশান্তির আগুণ ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে—এই বার্ত্তা রটিল যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে! অর্দ্ধশতাব্দী হইতে অর্দ্ধজাগ্রত রুষজাতি,—শত শতাব্দী হইতে অত্যাচারিত রুষজাতি এইবার চক্ষু মেলিয়া দেখিল সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণীর চক্রান্তে—দেশের সম্রাট নিকোলাসের দুর্ব্বলতায়—অত্যাচারী ধনিকগণের অবিমৃষ্যকারিতায়—দেশ জর্জ্জরিত! তার উপরে পিশাচ রাস্‌পুটিনের করাল ছায়া রুষিয়াকে গ্রাস করিয়া লইতে উদ্যত!

সাম্রাজ্যের প্রকৃত হিতৈষী গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাস,

গ্র্যাণ্ডডিউক সার্জ্জি ও গ্র্যাণ্ডডিউক ডিমিট্রি এই পিশাচের ধ্বংস সাধনের জন্য মিলিত হইলেন! তাদের বক্ষে অনন্ত সাহস—মনে অপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাস! যায় যাক প্রাণ—তবু দেশকে এই অদৃশ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের সহিত আরও মুষ্টিমেয় দেশ হিতৈষী ব্যক্তি যোগদান করিলেন। ইহারা গোপনে নানা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

জার্ম্মাণীর গুপ্তচরই জার্ম্মাণীর চক্রান্ত ফাঁসাইয়া দিল? স্কোরোপাস্কি নামে জার্ম্মাণীর এক গুপ্তচর ছিল—সে রুষ গোয়েন্দা বিভাগেও কাজ করিত। রুষ বিপ্লবী-দের বিরুদ্ধে এই রুষ গোয়েন্দা অনেক কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। অর্থ পাইলে সে সব করিতে পারিত—এমন কি একজনের গুপ্ত তথ্য অন্য জনকে বিক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। জার্ম্মাণীর গুপ্তচর বিভাগ হইতে সে বহু অর্থ পাইয়াছিল—এবং বহু নির্দ্দোষী রুষ কর্ম্মচারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া সে ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা মন্ত্রী প্রটোনপফের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবে দুইদিকে কাজ করিয়া স্কোরোপাস্কি জার্ম্মাণীর গুপ্ত কথা ও প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমার ও রাস্‌পুটিনের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা তাহাঁর বিদিত

ছিল। স্কোরোপাস্কি এই ষড়যন্ত্রকারীদের বহু গুপ্ত কাগজ পত্র আদান প্রদান করিত এবং এই কার্য্যের জন্য যুদ্ধের মধ্যে বার্লিনে ও পেট্রোগ্রাডে তাহার যাতায়াত ছিল।

স্কোরোপাস্কির মত চালাক গোয়েন্দা সে সময়ে রুষরাজ্যে খুব কম ছিল। তার হৃদয় ছিল পাষাণ —সে অর্থ পাইলে যে কোন লোকের নক্‌রি করিতে পারিত। স্কোরোপাস্কি রাস্‌পুটিনের উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিল কারণ স্কোরোপাস্কির জনৈকা বান্ধবী রাস্‌পুটিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাই যখন গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাসের দল খুঁজিয়া পাতিয়া স্কোরো-পাস্কিকে আবিষ্কার করিলেন—তখন অর্থের লোভে অতি সহজেই স্কোরোপাস্কি তার পূর্ব্ব মনিবদের গুপ্ত তথ্য ইহাদের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল। এবং উপযুক্ত অর্থ লইয়া রাস্‌পুটিন, ষ্টুমার প্রভৃতি ষড়যন্ত্র-কারীদের গুপ্ত কাগজ পত্র গ্র্যাণ্ডডিউক নিকোলাসের হাতে তুলিয়া দিল।

এদিকে রাস্‌পুটিন বার্লিন হইতে চলিয়া আসিবার পরেই জার্ম্মাণ সংবাদপত্র সমূহে জার্ম্মাণীর নির্ব্বুদ্ধিতায় এক সংবাদ প্রকাশিত হইল; "কলিনিস্কি সাইটুং" পত্র

লিখিল—"আমাদের কোন ভয় নাই। রুষিয়ার প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমারকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে—রুষিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর সন্ধির পথে তিনি অন্তরায় হইবেন না।" "রাইখ্‌পোষ্ট" নামক সংবাদ পত্র লিখিল—"আমরা স্থির জানি যে ষ্টুমার ডাউনিংষ্ট্রীটের সহিত (ইংরেজের সহিত) আদান প্রদানে নিজের স্বাধীন মত পোষণ করিবেন।"

কিন্তু এদিকে ষ্টুমার ডাউনিং ষ্ট্রীটে ক্রমাগত তার পাঠাইতেছেন—"জার্ম্মাণীর সহিত আমরা কখনই পৃথক সন্ধি করিব না। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইব।" এই দুই রকম মত রুষিয়ায় ও ইংলণ্ডে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিল। ইংলণ্ড ভাবিল যে ষ্টুমারের কথাই সত্য—জার্ম্মাণ্ সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা জার্ম্মাণীর বিকৃত্ চিন্তার ফল। কিন্তু রুষিয়ার দেশ-প্রেমিক সন্তানেরা উহার অর্থ তাচ্ছিল্যভরে ফেলিয়া দিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। যখন গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস স্কোরোপাস্কির নিকট হইতে "অপূর্ব্ব" তথ্য সংগ্রহ করিলেন—তখন আর কাহারও সন্দেহের কারণ থাকিল না।

এই সময়ে সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা অত্যন্ত অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন রুষদরবারের একজন তরুণ কর্ম্মচারীর নিকট কথায় কথায় জর্ম্মাণেরা রুষিয়ার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফলের সহিত কলেরার জীবাণু কেমন করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছিল তাহা বলিয়া ফেলিলেন। বলিয়া ফেলিয়াই রাণী নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। রাস্‌পুটিনের কাছে ঘটনা বিবৃত করিলেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারিটির নাম সরিকফ্‌—চারদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল সরিকফ্‌ একটি হোটেলে হঠাৎ মারা গিয়াছে! রাস্‌পুটিনের করাল শীতল হস্ত একবার যাহার প্রতি প্রসারিত হইয়াছে—তাহার আর নিস্তার নাই। রাস্‌পুটিনের আঘাত যেমনই কঠোর—তেমনি অমোঘ—তেমনি ক্ষিপ্র !!!

এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় ষড়যন্ত্রের মূল কাহিনী অপরপক্ষের গোচরীভূত হইল। ধীরে ধীরে সেই ভীষণ সত্য গুটিকয়েক নেতার জ্ঞাতসারে আসিল। ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম নেতা সমরসচিব সুখোমলিনফ-এর নামে ইহারা গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিলেন যে,—সুখোমলিনফ সমরসচিব হইয়াও যোদ্ধৃবর্গের

সাজসরঞ্জাম আসবাবপত্রের দিকে নজর দেন নাই, গোলাবারুদের অর্ডার দেন নাই—এবং যাহাতে কারখানা হইতে কামান না আসে সেজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দেশের রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। সম্রাজ্ঞী ইহা শুনিতে পাইয়া সাঙ্কেতিক অক্ষরে সীমান্তে জার নিকোলাসের নিকটে টেলিগ্রাম করিলেন যে, অবিলম্বে সুখোমলিনফের বিরুদ্ধে যেন কোন অভিযোগ না আনা হয়। স্ত্রৈণ দুর্ব্বল বুদ্ধিহীন জার নিকোলাস তাহাই করিলেন—ষড়যন্ত্রকারী অব্যাহতি পাইল।

রুষ সাম্রাজ্য পতনের শেষ ধাপে আসিয়া নামিল।

রুষিয়ায় পার্লামেণ্টের রাজ্যশাসনে বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্রাট নিকোলাস নিজে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন—রুষ পার্লামেণ্ট ডুমা কেবলমাত্র সেই শাসনের সমালোচনা করিতে পারিতেন। ষ্টুমার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া নয় মাসের মধ্যে ডুমার অধিবেশন ডাকিতে দিলেন না। একবার মাত্র ডাকিয়া ডুমার বক্তৃতা দিতে উঠিয়া ষ্টুমার হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কয়েকমাস যাবৎ স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের

নির্দ্দেশে ডুমার অধিবেশন বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু আর বন্ধ রাখা যায় না।

হঠাৎ সম্রাজ্ঞী সংবাদ পাইলেন যে ডুমার সভ্য অধ্যাপক মিলিউকফ্‌ ডুমার আগামী অধিবেশনে রাস্‌পুটিনের সকল চক্রান্তের কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন। শুনিয়া রাণী মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন—এখন উপায়? তিনি তাড়াতাড়ি রাস্‌পুটিনকে জানাইলেন যে হয় ডুমার অধিবেশন বন্ধ রাখিতে হইবে—আর তাহা না হইলে সরিকফের ন্যায় অধ্যাপক মিলিউকফের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে; এবং এই কার্য্য যে করিবে তাহাকে তিনি এক শত হাজার রুবল পুরস্কার দিবেন। সম্রাজ্ঞী সীমান্তে অবস্থিত সম্রাটকে টেলিগ্রাফ করিয়া ডুমার অধিবেশন বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু সম্রাট ডুমার অধিবেশন বন্ধ রাখা সঙ্গত মনে করিলেন না।...

সম্রাটের টেলিগ্রাম পাইয়া সম্রাজ্ঞী মুষড়িয়া পড়িলেন—দ্রুত রাস্‌পুটিনকে ডাকিলেন—ভিরুবোভাকে ডাকিলেন—সকলকে ডাকিয়া গভীর পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন। সেই গুপ্ত পরামর্শে কি স্থির হইয়াছিল

জানা যায় নাই—কিন্তু মিলিউকফ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার প্রাণনাশের বিশেষ আশঙ্কা আছে। তাই তিনি সর্ব্বতোভাবে নিজেকে সাবধানে রাখিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা মিলিউকফের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিল না। রাস্‌পুটিনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মিলিউকফ ডুমার অধিবেশন পর্য্যন্ত অক্ষত রহিলেন। প্রটোপনফ সংবাদ পাইলেন স্কোরোপাস্কি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া সমস্ত গুপ্ত তথ্য শত্রুদের জানাইয়া দিয়াছে। প্রটোপনফ স্কোরোপাস্কির বহু অনুসন্ধান করিলেন—কিন্তু স্কোরোপাস্কি ততক্ষণে সুইডেনের ভিতর দিয়া ফরাসীদেশে পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ডুমার অধিবেশনের দিন আগত হইল। রুষিয়ার বর্ত্তমান ইতিহাসের সে এক স্মরণীয় দিন। টরিফস প্রাসাদে ডুমার বিরাট কক্ষ লোকে পরিপূর্ণ—নানা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিগণ সারি সারি বসিয়াছেন। সভায় তিল ধারণের স্থান নাই! ডুমার সকল দলের সকল সভ্যই উপস্থিত। বেলা দুইটার সময় ডুমার সভাপতি মঁসিয়ে রোজিয়ান্‌কো সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সমবেত সভ্যগণ, দর্শকগণ প্রথমে একত্রে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—"রুষিয়ার জয় হৌক।"

এদিকে উইন্টার প্যালেসে নিজের কক্ষে বসিয়া চিন্তায় কাতর—ভয়ে ক্লিষ্ট রুষ সম্রাজ্ঞী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিজের টেলিফোনের নিকটে বসিয়া ডুমার সমস্ত সংবাদ প্রতি দশ মিনিট অন্তর শুনিতে লাগিলেন। হায়—মান গেল, প্রাণ গেল—সিংহাসনও বুঝি যায়!!

প্রথমে নানা প্রকার রাজনীতি বিষয়ে অন্যান্য বক্তারা বক্তৃতা করিলেন। অধ্যাপক মিলিউকফ সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া সভাপতির মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতির আদেশে অধ্যাপক মিলিউকফ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সভাপতিকে অভিবাদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সকল গুঞ্জনশব্দ স্তব্ধ হইয়া গেল। এতবড় প্রকাণ্ড হল একাগ্রচিত্তে সেই বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। অধ্যাপক মিলিউকফ একে একে শয়তান রাস্‌পুটিনের "কীর্ত্তি কাহিনী" ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—কি করিয়া রুষ সাম্রাজ্যকে সেই দানব রাস্‌পুটিন ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে তাহা গম্ভীর স্বরে বলিতে

লাগিলেন। তারপর বিশ্বাসঘাতক ষ্টুমারের কীর্ত্তিকলাপ সবিস্তারে বলিয়া অধ্যাপক মিলিউকফ একতাড়া কাগজ হাতে উঠাইয়া বলিলেন—"ভদ্র মহোদয়গণ,—এই আমার হাতে এই বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। কত অর্থ—কত স্বর্ণমুদ্রা কত দৌলত মিলিয়াছে—তাহার সন্ধান এই দলিলে রহিয়াছে—আমি সমগ্র জগৎকে তাহা দেখাইতে পারি।" গম্ভীর অথচ স্পষ্টস্বরে অধ্যাপক মিলিউকফ ষড়যন্ত্রের বিস্তীর্ণ কাহিনী বলিতে লাগিলেন।...সমগ্র রুষিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সেই উপন্যাস শ্রবণ করিতে লাগিল! ঘটনার পর ঘটনা—অত্যাচারের পর অত্যাচার—সে কি মর্ম্মন্তুদ কাহিনী!...মিলিউকফ তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সমগ্র জনতা স্তব্ধ...বিস্মিত ..সত্যের প্রকাশ এমনি করিয়াই হয়।

টেলিফোনে বসিয়া রাণী সমস্ত শুনিতে লাগিলেন—শুনিতে শুনিতে অসহ্য হইয়া উঠিল—আর্ত্তনাদ করিয়া রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন! কিন্তু স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের আদেশে মিলিউকফের এই বক্তৃতার একটি ছত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারিল না—একটি বর্ণ

বিদেশের গভর্ণমেণ্টের কাছে যাইতে পারিল না।—কিন্তু লোকে তাহা শুনিবে কেন? তাহারা সেই বক্তৃতা টাইপরাইটারে হাজার হাজার সংখ্যা টাইপ করিয়া হাতে হাতে বিলি করিতে লাগিল।...রুষিয়া আজ জাগ্রত হইয়াছে!...

কিন্তু রাস্‌পুটিন নিথর নিস্পন্দ খেয়ালহীন! তার মনের বিশাল সমুদ্রে একটি তরঙ্গ উঠিল না।—

রাস্‌পুটিন তেমনি ভাবে তার ষড়যন্ত্র, তার প্রেমলীলা চালাইতে লাগিল।...জগতে এমন একটি চরিত্র বিরল।

দশ

...কিন্তু তারপরে আর বেশী দিন নয়...

ইহার কিছুদিন পরে রাস্‌পুটিনের এক শিষ্যা রাস্‌পুটিনকে লিখিয়া জানাইলেন যে, তোমাকে হত্যা করিবার ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে—সাবধানে থাকিও। পত্র পড়িয়া অগ্রাহ্যের হাসি হাসিয়া রাস্‌পুটিন ষ্টুমারকে কহিলেন "শত্রু! এই সমস্ত দুর্ব্বল স্ত্রীলোকগুলি আমাকে সাবধান করিতে আসে? আমি রুষিয়ার সম্রাট—নিকোলাস ত নামে সম্রাট। সম্রাট গ্রেগরি রাস্‌পুটিনের কোন ভয় নাই।"

ডুমার সেই ঘটনার ষ্টুমারের প্রধান মন্ত্রীত্ব গেল। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর অনুরোধে জার নিকোলাস তাহাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে আর একটি চাকরী দিলেন। মঁসিয়ে ট্রিণফ নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়া ডুমায় ঘোষণা করিলেন যে, "রুষিয়া কখনই জার্ম্মাণীর সহিত পৃথক সন্ধি করিবে না।"

রাস্‌পুটিনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত হইল। প্রিন্স যুসোপফ এই কার্য্যে অগ্রণী হইলেন। তিনি গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি, পেরিকেভিচ ও ষ্টেপানফ রুষিয়ার বক্ষ হইতে এই পাপ দূর করিবার জন্য

বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহা ব্যতীত এই আয়োজনের কথা আর কেহ জানিল না।

পেট্রোগ্রাডে গ্র্যাণ্ড ডিউকের বাড়ীতে রাস্‌পুটিনকে নিমন্ত্রণ করা হইল। প্রিন্স যুসোপফ রাস্‌পুটিনকে যাইয়া বলিলেন যে, "একটি অতি সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা আপনার শিষ্যত্ব ·গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু সেই মহিলাটি আপনার সহিত গোপনে দেখা করিবেন। আমার গৃহে রাত্রি ১১টার পরে আপনাকে যাইতে হইবে।"

ব্যাঘ্র মাংসের স্বাদ পাইলে কি না করে!···নারীর আকর্ষণে রাস্‌পুটিন সম্মত হইল।...

শীতের রাত্রি···বাহিরে ঘন বরফ পড়িতেছে।··· পথের বাতিগুলি ভূতের মত দাড়াইয়া আছে।·· রাত্রি এগারটা বাজিল।...প্রিন্স উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন... কিন্তু সময় চলিয়া যায়।...রাস্‌পুটিন ত' আসিল না।

প্রিন্স উঠিয়া টেলিফোনের কলে যাইয়া রাস্‌পুটিনের গৃহে তাহার খোঁজ করিলেন—উত্তর আসিল যে দেবতা সন্ধ্যার সময় কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। ···তবে কি সে আসিবে না?···

মিনিটের পর মিনিট কাটিতে লাগিল! মনে হইতে লাগিল সময় বুঝি আর কাটে না। প্রিন্স মনে করিলেন—হয়ত প্রটোপনফ কিংবা রাস্‌পুটিনের কোন গুপ্তচর এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়া ফেলিয়াছে।...

১১টা কুড়ি মিনিটের সময় প্রিন্সের প্রাসাদের পিছনের দরজায় মোটর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। প্রিন্স তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন এবং নানা ঘরের মধ্যে দিয়া ঘুরাইয়া রাস্‌পুটিনকে উপরে লইয়া আসিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া রাস্‌পুটিন ওভার-কোট খুলিয়া ফেলিল। প্রিন্স বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"দেবতা, ভয় পাইবেন না—এখানে আমি ও আমার বন্ধু ষ্টেপানফ ব্যতীত আর কেহ নাই। ষ্টেপানফ আমাদেরই দলের একজন।"

তৎপর রাস্‌পুটিনকে সঙ্গে লইয়া প্রিন্স খাবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুন্দর সাজানো ঘরখানি। একটি দীর্ঘদেহ সুন্দর পুরুষ রাস্‌পুটিনকে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এই ব্যক্তি ষ্টেপানফ।

টেবিলের উপরে দুই বোতল মদ। একটির মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র বিষ পটাসিয়াম সাইনাইড দেওয়া আছে,—যে পরিমাণ পটাসিয়াম

সাইনাইড দিলে মানুষের মৃত্যু হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছে।

ষ্টেপানফের সহিত পরিচয় করাইয়া প্রিন্স রাস্‌পুটিনকে নিম্নস্বরে কহিলেন—"আমি নীচে সেই মহিলাটির জন্য অপেক্ষা করিতে যাই—তিনি এখনও আসিয়া পৌছান নাই। আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন।"

প্রিন্স যুসোপফ চলিয়া গেলেন। ষ্টেপানফ রাস্‌-পুটিনের সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ের গল্প জুড়িয়া দিলেন। গল্প করিতে করিতে ষ্টেপানফ পটাসিয়াম সাইনাইড মিশ্রিত মদের বোতল হইতে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া রাস্‌পুটিনকে দিলেন—এবং রাস্‌পুটিনের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঘরের এক কোণে অবস্থিত একখানা ছবির দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেবতা দেখুন—কি সুন্দর পুরাকালের অঙ্কিত ছবি।"

রাস্‌পুটিন গ্লাসটি উঠাইয়া মদ্যপান করিলেন। ষ্টেপানফও অন্য বোতল হইতে এক গ্লাস ঢালিয়া পান করিলেন। রূপার কৌটায় বিস্কুট ছিল—ষ্টেপানফ উহা আগাইয়া দিলেন—রাস্‌পুটিন কৌটা হইতে এক খানা বিস্কুট লইয়া চিবাইতে লাগিলেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য্য! এত ভীষণ বিষের কোন ক্রিয়া ঘটিল না—হাঁ—রাস্‌পুটিন এখনও জীবিত! হাঁ—এইত বসিয়া বিস্কুট খাইতেছে—ষ্টেপানফ চক্ষু মুছিলেন—তার দেখিতে ভ্রম হইতেছে না ত?

শান্তভাবে বসিয়া রাস্‌পুটিন সেই রমণীর চিন্তা করিতে লাগিল—হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"একি! আমার শরীর ত ভাল বোধ হইতেছে না।" কিন্তু রাস্‌পুটিন তথাপি উঠিল—উঠিয়া দেওয়ালে টাঙানো একটি ক্রুশচিহ্ন দেখিতে লাগিল। ষ্টেপানফ উঠিয়া রাস্‌পুটিনের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুশটির পবিত্রতার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—কিন্তু ষ্টেপানফের মন কাঁপিতে লাগিল—একি দেবতা—না রাক্ষস যে, পটাসিয়াম সাইনাইড হজম করিয়া ফেলিল!

এদিকে গুপ্তপথে দাড়াইয়া প্রিন্স ও অন্যান্য সঙ্গী-গণ নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—যে কখন ষ্টেপানফ বলিয়া উঠিবে—সব শেষ হইয়াছে। কিন্তু সময় চলিয়া যায়—কোন সাড়া নাই—শব্দ নাই—শুধু নীচের ঘরে তাহাদের দুইজনের কথাবার্ত্তা শোনা যাইতে লাগিল।

এই সময়ে রাস্‌পুটিনের কণ্ঠ শোনা গেল—"যাক্ বাঁচা গেল—আমার খিল ধরিয়াছিল—কমিয়া গেল।"

বাঁচা গেল! বাঁচা গেল!! সেকি—প্রিন্স যুসোপফ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—তবে কি রাস্‌পুটিন অমর? বিষের সাধ্য কি নাই যে তাকে হত্যা করিতে পারে?

রাস্‌পুটীন সেই ক্রুশচিহ্নটীর আরও নিকটে সরিয়া যাইয়া ক্রুশটি হাতে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। ষ্টেপানফ দেখিলেন—এর চেয়ে সুযোগ আর আসিবে না—পকেট হইতে বৃহৎ ব্রাউনিং পিস্তলটি বাহির করিয়া রাস্‌পুটীনের হাতের নীচে ও বুকের দিকে গুলি করিলেন—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্! সেই গভীর নিশীথে সেই নির্জ্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ষ্টেপানফ উপরে ছুটিয়া আসিলেন—আসিয়া প্রিন্সের হাত ধরিয়া কহিলেন—"আজ রুষিয়া শয়তানের কবল হইতে মুক্ত হইল!" আনন্দে প্রিন্স ষ্টেপানফকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু হঠাৎ নীচে ও কিসের শব্দ—তাহারা আবার নীচে নামিয়া আসিলেন—দেখিলেন, রক্তাক্ত কলেবর, আলুথালু বেশে রাস্‌পুটিন বাহিরের দরজার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে।

কি ভয়ঙ্কর! বিষ—নির্ব্বিষ হইয়া গেল!—পিস্তলের গুলিও ব্যর্থ হইল?

হুঙ্কার দিয়া রাস্‌পুটিন গর্জ্জন করিয়া কহিল—"আমায় হত্যা করবার চেষ্টা ?" রক্তাক্ত হাত দুইখানি উঠাইয়া রাস্‌পুটিন জড়িত স্বরে কহিল—"দেখো—এখনো বেঁচে আছি—এখনো বেঁচে আছি—এর প্রতিহিংসা আমি নেব, নেব, নেব ?"

তারপর হা হা হা করিয়া দানবীয় অট্টহাসি হাসিয়া রাস্‌পুটিন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রিন্স ও তাহার সঙ্গীরা ব্যাপার দেখিয়া প্রস্তরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহারও সাহস হইল না যে অগ্রসর হইয়া শয়তানকে ধরিয়া ফেলে। অবশেষে ষ্টেপানফ সাহসে বুক বাঁধিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।—রাস্‌পুটিনকে দরজা খুলিতে বাধা দিয়া ষ্টেপানফ তাহাকে ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন—তারপর রিভলভারের সমস্তগুলি গুলি নিঃশেষ করিয়া রাস্‌পুটিনকে হত্যা করিলেন।

এতদিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল !!

ইহার দশ মিনিট পরে একটি বদ্ধ গাড়ীতে করিয়া রাস্‌পুটিনের মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হইল। গাড়ী চলিতে লাগিল।—অন্ধকার রাত্রি—পথে জনমানবের চিহ্ন নাই···বরফ তেমনই পড়িতেছে। পেট্রোভেসকির

সেতুর উপর আসিয়া গাড়ী থামিল। নিঃশব্দে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ষ্টেপানফ, প্রিন্স ও তাহার সঙ্গীরা নামিয়া পড়িলেন—রাস্পুটিনের মৃতদেহ বহন করিয়া তাহারা সেতুর উপর হইতে নেভা নদীর মধ্যে মৃতদেহ ফেলিয়া দিলেন! ...জলের ভীষণ শব্দ হইল—তারপরে সব শান্ত, নীরব! ...ধীরে ধীরে মোটরগাড়ীখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।...তখনও তীব্র বায়ু বহিতেছে—তখনও বরফ পড়িতেছে—অন্ধকার যেন আরও ঘোর হইয়া আসিল।

...রাস্পুটিনের মৃত্যুর সহিত রুশিয়ার স্বাধীনতার সংগ্রাম আরব্ধ হইল।

